অধিকারহারা জনগণের মুখপত্র

জাতীয় বার্তা

সত্য অন্বেষণে নিবেদিত

১ম বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
email: jatyabarta.jumma@gmail.com

নির্বাচিত খবর

খাগড়াছড়ি জেলার বাঙালি অধ্যুষিত ৮১টি গুচ্ছগ্রামের ২৬ হাজার ২২৩টি পরিবারের প্রতিটিকে একটি করে রেশন কার্ড দেয়া হয়েছে। প্রতি রেশন কার্ডের জন্য সরকার প্রতি মাসে ৮৫ কেজি খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেয়। গ্রামবাসীকে ফাঁদে ফেলে এই খাদ্যশস্য থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে।

- প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১০

সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর দাবি পেশ

- **পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করতে হবে।**
- **নিজস্ব প্রথাগত ভূমি অধিকারসহ খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ দিতে হবে।**
- **পার্বত্য চট্টগ্রামের আসনগুলো পাহাড়িদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।**
- **জরুরী অবস্থা জারির বিধান বাদ দিতে হবে।**

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে ৪ সেপ্টেম্বর শনিবার সংবিধান সংশোধন বিষয়ক সংসদীয় বিশেষ কমিটির কাছে ৬টি সংশোধনী অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হলো সংবিধানে "৯ম খ" ভাগ সংযোজন পূর্বক একটি অনুচ্ছেদ যোগ করা যাতে সন্নিবেশিত হবে: "দেশে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, মুরুং, গারো, মুনিপুরী ও সাঁওতালসহ ... বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির জনগণের সার্বিক উন্নতিকল্পে তথা তাহাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ ও বিকাশের স্বার্থে দেশের কোন বিশেষ এলাকাকে 'স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল' বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইবে এ ধরনের একটি 'স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল'।"

সকালে কমিটির কো-চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের কাছে সংসদ ভবনে তার অফিস কক্ষে ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত খীসা স্বাক্ষরিত উক্ত দাবিনামা হস্তান্তর করেন ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা ও শান্তি দেব চাকমা।

দাবিনামা পেশ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইউপিডিএফ নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা বলেন, "স্বায়ত্তশাসনের দাবি নতুন নয়। এটা আমাদের অনেক পুরোনো দাবি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭২ সালে সংসদে এই দাবি তুলেছিলেন। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন ছিল। ১৯০০ সালের রেগুলেশনে এই অধিকার ছিল। পরবর্তীতে সরকারগুলো আমাদের এই অধিকার হরণ করে। সুতরাং আমরা নতুন কিছু দাবি করছি না।"

ইউপিডিএফ-এর অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে সংবিধানের প্রথম ভাগের বর্তমান ৬(২) অনুচ্ছেদ বলবৎ রাখা, দ্বিতীয় ভাগের ১৩ অনুচ্ছেদের গ দফার পর "ঘ" দফা সংযোজিত করা, যাতে লেখা থাকবে: "যৌথ মালিকানা, অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতির প্রথাগত মালিকানা।", তৃতীয় ভাগের ২৮ নং অনুচ্ছেদের ৪ নং দফায় "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য" শব্দসমূহের পর "কিংবা সংখ্যালঘু জাতির জনগণের সার্বিক উন্নয়নকল্পে" শব্দসমূহ সংযোজন করা, পঞ্চম ভাগে ৬৫ নং অনুচ্ছেদের ২ নং দফার পর "২ক" দফা সংযোজন করে তাতে লেখা "সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ১টি আসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদীয় আসনসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতির জনগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে" এবং নবম-ক ভাগে বর্ণিত জরুরী অবস্থার বিধানাবলী বাদ দেয়া।

প্রত্যেক দাবির সাথে তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়। সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বীকৃতি ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে দাবিনামায় বলা হয়: "বাংলাদেশ বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশ। এখানে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হলেও আনুমানিক ৪৫টি সংখ্যালঘু জাতির জনগণও স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছেন। দেশে বসবাসরত সকল জাতির মধ্যে সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে তাদের স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন।

"সংখ্যালঘু জাতির জনগণ যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। স্বাধীনতার পর রচিত সংবিধানে তাদের স্বাতন্ত্র্য সত্তাকে স্বীকার করা হয়নি। ফলে কোন সরকার তাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। জাতিসংঘ সনদে ছোট-বড় প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে

২য় পাতায় দেখুন

নান্যাচর জোনে পিসিপি নেতাদের নির্যাতনের কাহিনী

॥ দুর্লভ চাকমা, নান্যাচর ॥

গত ২৩ আগস্ট, সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা ও সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে ইউপিডিএফ-এর পূর্বঘোষিত কর্মসূচি আয়োজনকালে পিসিপি নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, সাধারণ সম্পাদক বাবলু চাকমা ও তপুমনি চাকমাসহ ৭ জন নেতা-কর্মীকে নান্যাচর জোনের সেনারা আটক করে। আটকের পর বিকালের দিকে ৪ জনকে ছেড়ে দেয়া হলেও বাকি তিনজনকে সেনা জোনে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হয়।

ভুক্তভোগীদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, সেনারা জোনে নিয়ে গিয়ে প্রথমে তাদের কাছে থাকা সবার মোবাইল কেড়ে নেয়। বিলাস চাকমা তার মোবাইল দিতে অপরগতা প্রকাশ করলে মেজর মোস্তফা যা ইচ্ছে গালিগালাজ করার পর মোবাইলটি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। পরে বিলাস চাকমা, বাবলু চাকমা ও তাপুমনি চাকমাকে চোখে কালো কাপড় বেঁধে দিয়ে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতন চালানোর সময় মেজর মোস্তফা বলেন, "ও ... (লেখার অযোগ্য) পোলা, অস্ত্র কোথায় রাখছ দেখিয়ে

২য় পাতায় দেখুন

কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা পুনঃতদন্তের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে হিল উইমেন্স ফেডারেশন

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সংবাদ পত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে আদালত কর্তৃক কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা পুনঃতদন্তের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে অবিলম্বে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, পুলিশের চূড়ান্ত রিপোর্টে অপরাধী কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি বিধায় এতে কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের রক্ষার চেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। আদালতের নির্দেশে আপাতভাবে হলেও সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সোনালী চাকমা পুনঃতদন্তের মাধ্যমে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের

২য় পাতায় দেখুন

পানছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্যসহ ৯ জন গ্রেফতার

গত ১ সেপ্টেম্বর, সকাল ৮:৩০টার সময় মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন যামিনী পাড়া বিডিআর সাব-জোনের আওতাধীন পানছড়ি উপজেলার মরাটিলা বিডিআর ক্যাম্প থেকে বিডিআর-এর একটি দল ইউপিডিএফ-এর এক সদস্যসহ ৯ জন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করেছে। ইউপিডিএফ-এর সদস্যের নাম পীযুস কুমার চাকমা (হৃদয়), পিতার নাম সুরেন্দ্র লাল চাকমা, গ্রাম- নালকাটা, পানছড়ি। এ সময় তিনি সাংগঠনিক কাজে মরাটিলা গ্রামে অবস্থান করছিলেন। গ্রেফতারকৃত অপর গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে ৫ জনের নাম পাওয়া গেলেও বাকি তিন জনের নাম পাওয়া যায়নি। যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেন- ১. মঙ্গল পদ ত্রিপুরা (৪৫) পীং-অজ্ঞাত, গ্রাম- কাটা পাড়া, পানছড়ি, ২. অলেন্দ্র ত্রিপুরা (২৫) পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম-পোড়া পাড়া, ৩. অংথোয়াইংগ্য মারমা (৩০), পিতা- রাখিন কার্বারী, গ্রাম-জিজং পাড়া, পানছড়ি। ৪. নবী রঞ্জন ত্রিপুরা (২০) পিতা- অজ্ঞাত, গ্রাম-মরাটিলা, ৫. থুংকো কুমার ত্রিপুরা(২২) পিতা-তিন্ন কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম-মরাটিলা। এদের মধ্যে থেকে নবী রঞ্জন ত্রিপুরা ও থুংকো কুমার ত্রিপুরাকে ছেড়ে দেয়া হলেও বাকী ৪ জনকে প্রথমে যামিনী পাড়া বিডিআর সাব-জোনে এবং পরে মাটিরাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের বিরুদ্ধে কি মামলা দেয়া হয়েছে তা এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত ৮:৩৫ টা) জানা যায়নি।

প্রাইমারী পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকারসহ শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবিতে ৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে পিসিপির মিছিল। এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নান্যাচরে সদ্য কারামুক্ত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর নেতা-কর্মীদের গণসংবর্ধনা

দমন পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটির নান্যাচরে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সদ্য কারামুক্ত সাত নেতাকর্মীদেরকে গত ৯ সেপ্টেম্বর গণসংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। গত ২৩ ও ২৯ আগস্ট দু' দফায় নান্যাচর জোনের সেনাবাহিনী কর্তৃক তারা গ্রেফতার হন। মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা-কর্মীরা হলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, সাধারণ সম্পাদক বাবলু চাকমা, কলেজ কমিটির সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে বিনয়ন চাকমা ও তাপুমণি চাকমা, সদস্য ইথন চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর রাঙ্গামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক ও নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি যুথিকা চাকমা ও সদস্য যত্না চাকমা।

সকাল ১১:৩০ টায়

২য় পাতায় দেখুন

রাঙামাটি জেলা হেডম্যান ও কার্বারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানে গত ৩ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি জেলার হেডম্যান ও কার্বারীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলা সদরের গিরিফুল শিশু সদনে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রাঙামাটি জেলা সদরের ডলুছড়ি মৌজার হেডম্যান অমল চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন কাউখালী উপজেলার মুবাছড়ি মৌজার হেডম্যান কালী রতন চাকমা, রাঙামাটি সদর উপজেলার তৈমিদুং পাড়ার কার্বারী তবল চাকমা, কাউখালী

২য় পাতায় দেখুন

সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত

১ম পাতার পর

স্বীকার করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সম্প্রতি আদিবাসী সংখ্যালঘু জাতির অধিকার বিষয়ক ঘোষণা অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্বের বহু সরকার তাদের দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে ও তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাদের দেশে তাদেরই পূর্বপুরুষদের দ্বারা অতীতে আদিবাসী জাতিগুলোর ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

"ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন যুক্তরাজ্য, ইতালী, স্পেন, ফিনল্যান্ড, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, চীন ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

অন্য সংগঠনের স্মারকলিপি পেশ:

একই সময়ে খাগড়াছড়ি জেলা কার্বারী এসোসিয়েশনের পক্ষে রণিক ত্রিপুরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী অধিকার সংরক্ষণ কমিটির নেতৃবৃন্দও সংবিধান সংশোধন বিষয়ক সংসদীয় বিশেষ কমিটির কো-চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের কাছে পৃথক পৃথক স্মারকলিপি পেশ করেন।

খাগড়াছড়ি জেলা কার্বারী এসোসিয়েশন তাদের স্মারকলিপিতে ইউপিডিএফ-এর দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে। দাবিগুলো হলো নিম্নরূপ: ১। সংবিধানে বিশেষ বিধি প্রণয়ন করে পাহাড়ি জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও অধিকারের স্বীকৃতিদানপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হোক। ২। সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দেয়া হোক। ৩। ক. সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পাহাড়ি ও বাঙালিদের সমন্বয়ে একটি মিশ্র পুলিশ বাহিনী গঠনের বিধি প্রণয়ন করা হোক। খ. নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পাহাড়িদের গ্রামেও কমিউনিটি পুলিশ, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আনসার বাহিনী গঠনের বিধি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ৪। সংবিধানে এমন বিধি সন্নিবেশিত করা হোক যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় প্রশাসনের উচ্চতম পদসমূহে (যেমন জেলা প্রশাসক, এসপি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ওসি ইত্যাদি) পাহাড়ি-বাঙালি আনুপাতিক হারে যোগ্য পাহাড়িদের নিয়োগ দান সম্ভব হয়। ৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সংসদীয় বিশেষ কমিটির নিকট ইউপিডিএফ কর্তৃক উত্থাপিত দাবিনামা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হোক।

অপরদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী অধিকার সংরক্ষণ কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামকে সাংবিধানিকভাবে একটি পৃথক শাসিত বিশেষ অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করাসহ ৬ দফা জানিয়েছে।

নান্যাচর জোনে পিসিপি নেতাদের

১ম পাতার পর

দাও"। তখন বিলাস চাকমা 'আমরা ছাত্র মানুষ, অস্ত্র কোথায় পাবো' বললে তাকে কারেন্টের শক ও নাকে-মুখে পানি ঢেলে দেয়া হয়। এছাড়া মেজর মোস্তফা 'তোমাদেরকে জেএসএস-এর হাতে তুলে দেবো, হাত-পা বেঁধে বস্তার ভিতরে ঢুকিয়ে পানিতে ফেলে দেবো, তোমরা ইউপিডিএফ-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারবা না, যদি থাক তাহলে মেরে ফেলা হবে' ইত্যাদি বলে হুমকি দেয়।

তাপুমনি চাকমাকে মেজর মোস্তফা প্রশ্ন করেন, 'তোমরা আওয়ামী লীগ করতে পারো না, বিএনপি করতে পারো না কিংবা ঢাকায় গিয়ে চাকরী করতে পারো না?' তাপুমনি চাকমা "চাকরি কী দুধ কলার ভাত, যা চাইলেই পাওয়া যায়" এ কথা বলে উত্তর দিলে মেজর মোস্তফাসহ ৭/৮ জন আর্মি তাকে ইচ্ছেমত মারধর করার পর কারেন্টের শক দেয়। তারপর মোস্তফা তাকে বলে: 'তাপু তুমি কেমন আছো?' মেজর মোস্তফা নির্যাতন চালানোর সময় এও বলে: "২৪ বীর, মাদারসুদের বীর, তোমরা নান্যাচরে নেতা সুদাও" ইত্যাদি।

বাবলু চাকমাকেও একই কায়দায় মারধর করার পর মেজর মোস্তফা প্রশ্ন করে বলে যে, "অস্ত্র কোথায় রাখছ দেখিয়ে দাও।" বাবলু চাকমা তার কাছে কোন অস্ত্র নেই বললে মেজর বলে: "রামদাগুলো কোথায় রেখেছে বলে দাও।" এরপরও বাবলু 'জানি না' বললে মোস্তফা তাকে কারেন্টের শক দেয় এবং ৭ দিনের মধ্যে নান্যাচর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এছাড়া মেজর মোস্তফা নির্যাতনের কথা কাউকে না বলার জন্য হুমকি দেয়।

নির্যাতনের পর তাদের হাতে অস্ত্র গুজে দিয়ে ছবি তোলা হয় এবং নান্যাচর থানায় হস্তান্তর করে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে রাঙামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়। কয়েকদিন জেলে থাকার পর গত ২৯ আগস্ট তারা মুক্তি পায়।

নান্যাচরে সদ্য কারামুক্ত পাহাড়ি

১ম পাতার পর

নান্যাচর কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নান্যাচর উপজেলার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কুমেন্দু বিকাশ চাকমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর রাঙামাটি জেলা সমন্বয়ক শান্তি দেব চাকমা, বন্দুকভাঙ্গা গ্রামের বিশিষ্ট মুরুব্বী সুরঙ্গধনু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নান্যাচরের টিএন্ডটি এলাকার বিশিষ্ট মুরুব্বী সুশীল জীবন চাকমা।

এছাড়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন নান্যাচর সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পঞ্চানন চাকমা, বুড়িঘাট ইউপি চেয়ারম্যান প্রগতি বিকাশ চাকমা, ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিঠু চাকমা, ও সাবেখ ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অনাদি রঞ্জন চাকমা। দেড় হাজারের অধিক লোক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সদ্য কারামুক্ত ৭ নেতা-কর্মীকে একে একে ফুল দিয়ে বরণ করেন যথাক্রমে কুমেন্দু বিকাশ চাকমা, নির্মলা দেওয়ান (মেম্বার), অনাদি রঞ্জন চাকমা, মাইকেল চাকমা, কণিকা দেওয়ান ও অংগ্য মারমা।

উল্লেখ্য, বিলাস চাকমা, বাবলু চাকমা ও তাপুমনি চাকমা গত ২৯ আগস্ট এবং যুথিকা চাকমা, বিনয়ন চাকমা, যত্না চাকমা ও ইথন চাকমা গত ৬ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি জেলা জজ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর সেনা হস্তপে ও দমন-পীড়নের নিন্দা জানিয়ে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নান্যাচরে যেভাবে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলনরত সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা মানবাধিকার ও সাংবিধানিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন। ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে তাদের গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন।

বক্তারা আরো বলেন, সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি। সরকারের উচিত দমন পীড়ন বন্ধ করে জনগণের এই দাবি মেনে নেয়া।

বক্তারা অবিলম্বে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, ইউপিডিএফ-এর নান্যাচর উপজেলা শাখা অফিস খুলে দেয়া, নান্যাচর জোন কমান্ডার মিনহাজুল ইসলাম (মিনহাজ) কে প্রত্যাহার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও সিভিল প্রশাসনের উপর নগ্ন সেনা হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহারপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা শাসন তুলে নেয়া ও সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণ করা দাবি জানান।

রাঙামাটি জেলা হেডম্যান ও

১ম পাতার পর

উপজেলার ডাবুয়া গ্রামের কার্বারী চুইখোয়াইপ্রু মার্মা, বিলাইছড়ি উপজেলার কেরনছড়ি মৌজার হেডম্যান সুনিক জ্যোতি চাকমা, বরকল উপজেলার মিদিঙাছড়ি মৌজার হেডম্যান মিলন শংকর চাকমা, ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ধ্রুব জ্যোতি চাকমা ও অনিমেষ চাকমা। সম্মেলনে ঘোষণা ও দাবিনামা পাঠ করেন বরকল উপজেলার কেরনছড়ি মৌজার কার্বারী রূপ কুমার চাকমা। সম্মেলন পরিচালনা করেন কালো প্রিয় চাকমা।

বক্তারা সংবিধানে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা, প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতিসহ ১১ দফা দাবি জানান।

সম্মেলনে রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে ৫০ জনের অধিক হেডম্যান-কার্বারী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলে হাত উঁচিয়ে ৬ দফা ঘোষণা ঘোষণা ও ১১ দফা দাবিনামার প্রতি সমর্থন জানান। এছাড়া সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ইউপিডিএফ এর উত্থাপিত সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়।

জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গত ৫ সেপ্টেম্বর জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ ও শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সকাল ১০টায় স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতি ভবনে আয়োজিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহসভাপতি সবিনয় চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক থুইক্যচিং মারমা, খাগড়াছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি বিপুল চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা ও পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিম্বিসার খীসা। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রুসি মারমা।

সভায় বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের ৪৫টি সংখ্যালঘু জাতিসত্তার শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। বাংলাসহ অন্যান্য ভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার যেমনি রয়েছে তেমনি সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভেরও অধিকার রয়েছে। একজন শিশু মাতৃভাষায় যেভাবে সহজে শিক্ষালাভ করতে পারে, অন্য ভাষায় সেভাবে পারে না। নিজের মাতৃভাষায় যেভাবে প্রাণখুলে কথা বলা যায়, অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। তাই জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত।

ডিওয়াইএফ মানিকছড়ি উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম-এর মানিকছড়ি উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি গঠন উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর মানিকছড়ি উপজেলার কলেজের পার্শ্ববর্তী চোখ্যাবিল এলাকায় এক যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন রেমিন চাকমা, সুধীর চাকমা, আপ্রুসি মারমা, চাইসুইমং মার্মা (জয়) ও দেবদত্ত ত্রিপুরা।

বক্তারা বলেন, তরুণরাই সমাজ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ে লড়াই-সংগ্রামে যুব সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সমাবেশ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে প্রাসাথোয়াই মার্মাকে আহ্বায়ক এবং অমল বিকাশ চাকমাকে সদস্য সচিব করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা

১ম পাতার পর

নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং বিচারপতি আব্দুল জলিলের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশে দাবি জানান।

উল্লেখ্য, কল্পনা চাকমা ১৯৯৬ সালের ১১ জুন গভীর রাতে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে অপহৃত হন। তার ভাই কালিন্দি কুমার চাকমা ও কালী চরণ চাকমা বাঘাইছড়ি থানায় মামলা করতে গেলে কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়ায় তা গ্রহণ করেনি। পরে থানা কর্তৃপক্ষ তাদের খেয়াল খুশী মত মামলার অভিযোগ গঠন করে।

কালিন্দি কুমার চাকমা পুলিশের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করার পরিপ্রেক্ষিতে রাঙামাটি জেলা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শরীফুল ইসলাম গত বৃহস্পতিবার কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার পুনঃতদন্তের নির্দেশ দেন।

জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবিতে খাগড়াছড়িতে পথ সভা অনুষ্ঠিত

সংবিধানে সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবিতে ইউপিডিএফ-ভুক্ত তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর যৌথ উদ্যোগে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পথ সভার কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই পথ সভা ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর, কমলছড়ি, বটতলী, মধুপুর, ধর্মঘর (কৃষি গবেষণা), গোলাবাড়ি, আপার পেরাছড়া, মধুপুর তেতুল তলা (মধুপুর), পানখাইয়া পাড়া, গিরিফুল (পেরাছড়া) ও ছোটনালা (১২ নম্বর) এলাকায় পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব পথ সভায় এলাকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ইউপিডিএফ-এর দাবিনামার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এ পথসভা কর্মসূচি তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায়ও পর্যায়ক্রমে পালন করা হবে বলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে গত ৮ সেপ্টেম্বর জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ও পিসিপির শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১১ টায় নারানখিয়াস্থ "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের" হল রুমে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি সবিনয় চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন অংগ্য মারমা, কাম্রাচিং মারমা, সমীরণ চাকমা, বিপর্ষি চাকমা, আলো জীবন চাকমা, বিপুল চাকমা ও সদস্য হৃদয় ত্রিপুরা, অংকেন চাকমা, অংশেনু মারমা, অর্পন চাকমা, এবং রীনা দেওয়ান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি সুমেধ চাকমা। উপস্থাপনা আপ্রুসি মারমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, জাতিসত্তাগুলোর শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

সমাবেশে নান্যাচরে সদ্য কারামুক্ত এইচ.ডব্লিউ.এফ ও পিসিপি'র ৭ নেতা-কর্মীকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এ সময় কারামুক্তদের পক্ষ থেকে পিসিপি নেতা বিলাস চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর রাঙামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক যুথিকা চাকমা বক্তব্য রাখেন।

তামাক চাষ : পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব

জাতীয় বার্তা ডেস্ক ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামে তামাক কোম্পানীগুলোর আগ্রাসী তৎপরতার কারণে কৃষকরা এখন কৃষি জমিতে তামাক চাষে বেশী উৎসাহিত হচ্ছে। প্রতি বছর ব্যাপকহারে তামাক চাষ বিস্তারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে বেসরকারী তামাক কোম্পানীগুলো। পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানী, আবুল খয়ের টোবাকো কোম্পানী, ঢাকা টোবাকো কোম্পানীসহ বেশ ক'টি কোম্পানী তামাক চাষ বিস্তারের ভূমিকা পালন করছে। এসব তামাক কোম্পানীগুলোর ক্ষতিকর কর্মকান্ডের বিষয়ে প্রশাসনের রহস্যজনক নির্লিপ্ততা রয়েছে বলে সচেতন মহল দাবি করছেন। তাছাড়া তামাক চাষীদের ক্ষতিকারক বার্জেস রোগ, তামাক পোড়াতে বন ধ্বংস করা, কৃষকরা দাদন ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে নিঃস্ব হওয়াসহ নানা কারণ প্রশাসনের নজরে আসছে না।

তামাক চাষের ফলে একদিকে যেমন কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে, অপরদিকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপরও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। চাষ পরবর্তী উৎপাদিত তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করতে (পোড়াতে) হাজার হাজার টন লাকড়ি পুড়িয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে বনজ সম্পদ। এতে শ্রেণী ও অশ্রেণীভুক্ত বনভূমির হাজার হাজার টন কাঠ সাবাড় হয়ে যাচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। নিম্নে তামাক চাষের ক্ষতিকর কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

১. তামাকে নিকোটিন নামক বিষাক্ত দ্রব্য রয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, তামাকের বিষাক্ত নিকোটিনের প্রভাবে শিশুরা শ্বাসকষ্ট, রক্তনালী সংকোচন, হাঁপানি ও বয়স্করা হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে। গর্ভবতী মহিলারা আক্রান্ত হলে অনাগত শিশুদের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

২. তামাক চাষে অতিরিক্ত সার-কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে অন্য কোন ফসল ফলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া তামাক চাষে ব্যবহৃত অতিরিক্ত সার-কীটনাশক পানির সাথে মিশে গিয়ে পানি দূষিত হচ্ছে।

৩. তামাক পাতা প্রক্রিয়াজতকরণে প্রচুর জ্বালানী কাঠ পোড়ানো হয়। ব্যাপকহারে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের ফলে বন উজার হচ্ছে। এতে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাছাড়া তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় তামাক চুল্লি থেকে প্রচুর বিষাক্ত ধোঁয়া বের হয়, যা মানুষের

স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৪. সর্বোপরি চাষাবাদ যোগ্য জমিতে ব্যাপকমাত্রায় তামাক চাষের ফলে ফলজ দ্রব্য, শাক-সবজি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় ফসলের উৎপাদন কমে যায়। এতে এসকল দ্রব্যের অভাব দেখা দেয়। ফলে চাহিদার কারণে এ সকল ফসলের দাম বেড়ে যায়। অর্থাৎ তামাক চাষ করলে আপাতঃ মুষ্ঠিমেয় ক'জন আর্থিকভাবে লাভবান হলেও অধিকাংশ জনগণ নানাভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

তামাক কোম্পানীগুলো সার, ঋণসহ নানা সুবিধা দিয়ে কিংবা এসবের প্রলোভন দেখিয়ে ক্ষতিকর হওয়া সত্বেও তামাক চাষের দিকে চাষীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে। গত কিছুদিন আগে বান্দরবান জেলা আদালত বান্দরবান জেলায় তামাক চাষ বন্ধের জন্য সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর জেলায় তামাক চাষ বন্ধে সরকারীভাবে কোন উদ্যোগ এখনো গ্রহণ করা হয়নি। তাই পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করে তামাক চাষ বন্ধের জন্য সরকারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে, তামাক চাষ বন্ধের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

বান্দুরাম নামের এক বৃদ্ধের কথা

-সজল চাকমা

বৃদ্ধের নাম বান্দুরাম চাকমা, বয়স-৭৭ বছর, পিতার নাম মৃত নাদ চাকমা। তার চার ছেলে ও এক মেয়ে। সবাই বিবাহিত। থাকেন ছোট ছেলের ঘরে। গ্রাম সুহোন্দি পাড়া, চঙরা ছড়ি। তিনি কাকসা গোত্থা বা গোত্রের লোক। তবে তার আসল গোত্থার নাম নাকি বাবুড়ো। আর জাতি বা গোষ্ঠির নাম মানেয়্যা। এই গ্রামে বসবাস করছেন ১০ বছর যাবৎ।

তার আদি বসতি বর্মাছড়ির ফিত্তি পাড়া। এখানে শ্বশুর বাড়িতে চলে আসেন দারিদ্র্যতার কারণে। তাঁর পুরো জীবন নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে ভরা। জীবন সায়াহ্নে এসেও তাকে হাল্লোঙ, লেই (বাঁশের ঝুড়ি বিশেষ) ইত্যাদি বুনে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। প্রতি সপ্তাহ-পনের দিনে ৭/৮ শত টাকা আয় রোজগার করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু এই বান্দুরাম নন, তার মতো আরো অসংখ্য বান্দুরামকে বৃদ্ধ বয়সেও সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনকে সাথী করে দিন কাটাতে হয়।

বাপু রামের সাথে দেখা ও কথা হয় গত ৩০ জুলাই। কথা বলার সাথে সাথেই তিনি গেঙথুলি পীতের সুরে কাণ্ডাই বাঁধের দুঃখের কাহিনী তুলে ধরেন। গামারিতালা বিহারের শ্রদ্ধেয় বোধিপাল ভান্তের সংগৃহীত বা সংকলিত বই-এ এই কাহিনী লেখা আছে। কাণ্ডাই বাঁধের দুঃখের স্মৃতি এখনো বহু মানুষকে নাড়া দেয়। অতীতের সে সুখের দিনগুলোর কথা ভেবে তারা বিহ্বল হয়ে পড়েন এখনো। বান্দুরাম জানেন না এ জীবনে তিনি কখনো সুখের মুখ দেখবেন কিনা। ২৪ আগস্ট ২০১০।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ইউপিডিএফ-এর কার্যক্রম জোরদার দিঘীনালায় ৩০ কেজি চঙরা (চমড়িগাই) মাংস আটক

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে আসছে। এর মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণী শিকার, বিক্রি ও পাচার বন্ধ করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি অন্যতম।

এ কার্যক্রমের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইউপিডিএফ-এর দিঘীনালা ইউনিটের সদস্যরা গত ৩ সেপ্টেম্বর দিঘীনালা উপজেলার কৃপাপুর দাঙ্গা বাজার থেকে ৩০ কেজি চঙরার (চমড়িগাই) মাংসসহ শিকারীদের আটক করে। শিকারীরা হলো : ১. রুকি চাকমা (৩৩), পিতা অরুণ চাকমা, গ্রাম লক্ষীছড়ি, ২. আদি চন্দ্র চাকমা (৪৭) পিতা মৃত রাঙ্গাচেলা চাকমা, গ্রাম কৃপাপুর, ৩. ধর্মজয় চাকমা (৩৫) পিতা লক্ষীকুমার চাকমা, গ্রাম কৃপাপুর, ৪. বিজ্ঞান চাকমা, পিতা অজ্ঞাত, গ্রাম মেলাছড়া।

আটকের পর তাদেরকে স্থানীয় কার্বারী ও গণ্যমান্য মুরুব্বীদের হাতে ভবিষ্যতে আর

আটককৃত অবৈধ চঙরার মাংস

বিলুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণী শিকার করবে না এই শর্তে ছেড়ে দেয়া হয় এবং আটককৃত মাংস বিভিন্ন আশ্রমে বিতরণ করা হয়। দিঘীনালা শান্তিপুর প্রণায়াম আশ্রম ও বোয়ালখালী রাজবন আশ্রমে স্থানীয় কার্বারী নরেন্দু চাকমা ও ভাইস চেয়ারম্যান বাবু সুপ্রিয় চাকমার মাধ্যমে আনুমানিক ১৫ কেজি এবং খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার উত্তর খবংপুড়িয়া শিশু সদন ও গিরিফুল শিশু সদনে ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের মাধ্যমে বাকী ১৫ কেজি মাংস বিরতণ করা হয়। ২ সেপ্টেম্বর বাঘাইছড়ি উপজেলার লক্ষীছড়ি এলাকার জঙ্গলে চঙরাটিকে শিকার করা হয়।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে চঙরা (চমড়িগাই), হরিণ, বাঘ, ভালুকসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী প্রায় বিলুপ্তির পথে। এই সব বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইউপিডিএফ-এর মাঠ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ প্রায় সময় বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে বন্য প্রাণী নিধনের মাত্রা বর্তমানে অনেক কমে এসেছে।

দিঘীনালায় শহীদ ভরদ্বাজ মুনি স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সমাপ্ত

শেষ পাতার পর

হিসেবে নির্বাচিত হয় তারাবন্যা দল। ১০টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান অর্জন করেন বাবুছড়া কিয়াংঘাট দলের নিকেতন চাকমা।

ফাইন্যাল খেলা শেষে অনুষ্ঠিত সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিঘীনালা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় চাকমা, বাবুছড়া ইউপি চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমা, কবাখালী ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্বকল্যাণ চাকমা, দিঘীনালা সদর ইউপি চেয়ারম্যান চন্দ্র রঞ্জন চাকমা, দিঘীনালা কলেজের শিক তরুণ কান্তি চাকমা, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি সাধন চন্দ্র চাকমা, চাকমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির পরিচালক আনন্দ মোহন চাকমা, বানছড়া এলাকার বিশিষ্ট মুরুব্বী ধনিতা চাকমা, ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর প্রতিনিধি অনিমেষ চাকমা ও নতুন কুমার চাকমা।

সমাপনী অনুষ্ঠানে ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি অনিমেষ চাকমা বলেন, প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত এই শহীদ ভরদ্বাজ মুনি স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেকটি খেলা অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে শুরু ও শেষ হয়েছে। কোন ধরনের গন্ডগোল হয়নি। যে দলগুলো হেরেছে তারা সে হার শান্তভাবে মেনে নিয়েছে। এটাই খেলার নিয়ম। খেলোয়াড় ও তাদের সমর্থকরা অনেক পরিপক্ষতা দেখিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য বিরাট অর্জন। আগামীতেও যাতে এই মন মানসিকতা বজায় থাকে, এই ধারা বজায় থাকে, সে ব্যাপারে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ৬০ বছরের বৃদ্ধ ভরদ্বাজ মুনি ১৯৯২ সালের ১৩ অক্টোবর দীঘিনালায় শহীদ হয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনিই হচ্ছেন প্রথম শহীদ। তার ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী আর বেশী দিন বাকি নেই। আমি আশা করবো তার স্মরণে সেদিন যেন স্মরণসভা হয়। সেদিনও যাতে তার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সমবেত হতে পারি এবং যাতে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এগিয়ে যাবার দৃঢ়তা দেখাতে সক্ষম হই সে আহ্বান জানাই। তিনি শহীদ ভরদ্বাজ মুনি টুর্নামেন্ট দীঘিনালাবাসীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

টুর্নামেন্টের বিজয়ী দলকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও প্রাইজ টোকেন একটি ল্যাপটপ তুলে দেন ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি নতুন কুমার চাকমা ও অনিমেষ চাকমা। চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড়দের মেডেল পরিয়ে দেন শহীদ ভরদ্বাজ মুনির ছেলে দয়াময় চাকমা। রানার্সআপ দলকে ট্রফি তুলে দেন টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক রিপন চাকমা (চয়ন) এবং প্রাইজ টোকেন একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার তুলে দেন দিঘীনালা উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় চাকমা। টুর্নামেন্ট সমাপনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি দল জেতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলা উপভোগ করেছেন এবং খেলোয়ারদের উৎসাহ যুগিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

১ম বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০

দরকার ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন

প্রথম প্রথম চুক্তি বাস্তবায়ন, ভূমি কমিশন আইন সংশোধন ইত্যাদির ব্যাপারে লোকদেখানোর জন্য হাঁকডাক ছাড়লেও সেটা যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির (সন্তু গ্রুপ) গোপন বোঝাপড়া সাপেক্ষে লুকোচুরি খেলা--তার রহস্য জট খুলটে শুরু করেছে। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করা। হবে, হচ্ছে বলে তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখা। এভাবে একদিকে আওয়ামী লীগ সরকার আগামী নির্বাচন পর্যন্ত তার বাকি মেয়াদ পার করতে চাইছে, আর অন্যদিকে সন্তু গ্রুপ চাইছে যেন তেন প্রকারেন গদি আঁকড়ে থাকতে। কাজেই যেভাবে চলছে তাতে সরকার ও সন্তু গ্রুপ উভয়ের লাভ। শাসকগোষ্ঠী এভাবেই জনগণকে ঠকিয়ে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে কম অঙ্গীকার করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীরাও বার বার এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আসছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বেদখলকৃত জমি ফেরত দেয়া, সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসন, সেনা প্রত্যাহার -- এসব কিছুই হয়নি। গত বছর ঢাকঢোল পিটিয়ে সরকার কিছু ক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার ভাণ করেছিল। পত্র পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রথমদিকে প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু পরে এ ব্যাপারে সরকার কিংবা অন্য কারোর আর উচ্চবাচ্য বা মাথা ব্যাথা দেখা যায়নি। যে সব সেনা ক্যাম্প তুলে নেয়ার কথা সরকার বলেছিল, সেগুলো সব কী আসলেই তুলে নেয়া হয়েছে, নাকি সে ক্যাম্পগুলো থেকে সেনা সদস্যদের তুলে নেয়ার পর আনসার ও অন্য প্যারামিলিটারী ফোর্সকে দিয়ে পূরণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন ফলো আপ নেই। এক কথায়, চুক্তি বাস্তবায়ন এখন শুধু মুখে, কাজে নয়। এ কারণে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসায় যে আশা ছিল তাদের চোখেমুখে, তা আজ হতাশায় মিলিয়ে গেছে। যেখানে জায়গা জমি ফিরে পাওয়ার কথা, শান্তি-স্বস্তি ফিরে আসার কথা, সেখানে জনগণ প্রতিনিয়ত জমি হারাচ্ছেন, সেনা নির্যাতন ও সেটলার হামলার শিকার হচ্ছেন।

অন্যদিকে, জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপও কেবল অরণ্যে রোদন করে চলেছে, বলছে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নেই। এই একটি কথাই কেবল তারা মুখে ফেনা তুলে বলছে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টিমূলক কোন কর্মসূচি তাদের নেই। তার বলতে যে কর্মসূচি তারা বাস্তবায়ন করছে তা হলো ধ্বংসাত্মক ও আত্মঘাতী কর্মসূচী -- আভ্যন্তরীণ সংঘাত জিইয়ে রাখা, ভাইয়ের বুকে গুলি চালানো, বিরোধীদের হাত-পা ভেঙে দেয়া, চোখ উপড়ে ফেলে দেয়া ইত্যাদি, যা আসলে সরকারের নীল নক্সা বাস্তবায়ন।

চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার আগ্রহী নয় -- সেটা নতুন কথা নয়, সবার কাছে তা বহু আগেই স্পষ্ট। কিন্তু সন্তু গ্রুপের তরফে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেই কি দায়িত্ব শেষ? অভিযোগ, অনুযোগ, রোদন অনেক হয়েছে। ভাইয়ের বুকে গুলি চালানো অনেক হয়েছে। এবার দরকার আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ সত্যিকার ব্যাপক গণআন্দোলন। সরকার যেহেতু চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক নয়, কাজেই জনগণের সামনে কেবল এই একটি পথই খোলা আছে। আমরা সন্তু গ্রুপসহ জনগণের পক্ষের দাবিদার সকলকে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।

জনগণের দিন আসবেই

সরকার সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদে রদবদল আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে। ফলাফল দেখা যাচ্ছে, এক শ্রেণীর বাটপারের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অবশ্য খুব সম্ভবত ওই রিপোর্ট প্রকাশের আগেই এরা আগাম অবস্থিত ছিল এবং সেভাবে তারা নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। বাড়ির উঠানে খুদ কুড়ো ছিটালে যেমন আন্ডা-বাচ্চা নিয়ে মুরগী কক্ কক্ চিক্ চিক্ শব্দ করে মালিককে ঘিরে জটলা করে, এই বাটপার-দালালরাও সরকারকে ঘিরে তাই করছে। খেতে পাক আর না পাক হাতে একটা মাংসের টুকরো দেখতে পেলে নেড়ি কুকুরগুলো যেমন ল্যাজ নেড়ে গৃহস্থের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে, নানা রঙের নানা আকৃতির দালালরাও জেলা পরিষদের পদ পাবার লোভে তাই করছে।

এই দালালরা কারা? এরা হচ্ছে আসলে শাসকগোষ্ঠীর দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির লোকজন। এদের পেশাই হলো রাজনীতির নামে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করা। জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করে নিজের আখের গোছানো। এদেরকে কি কখনো কোন সময় আন্দোলনে দেখা গেছে? যখন জনগণের ওপর চরম অত্যাচার চলে তখন এরা যায় কোথায়? সাজেক হামলার সময় এরা কোথায় ছিল? যখন সেটলার হামলায় মহাজন পাড়া, সাতভেইয়া পাড়া, মিলনপুর, মধুপুর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, তখন এই বর্ণচোরা দালালরা শেয়ালের মতো কোন গর্তে লুকিয়েছিল? সভা সমাবেশের কথা বাদ, এরা কি এই বর্বর হামলার প্রতিবাদে একটা বিবৃতি দিয়েছে? অথচ তারা এখন নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য "সম্প্রদায়ের" নাম পর্যন্ত ভাঙতে চাইছে। এই সরকারের আমলে মানিকছড়ির বড়ইতলিতে ও রামগড়ের বাটনাতলিতে মারমাদের বিশাল পরিমাণ জমি বেদখলের চেষ্টা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে তখন জনগণ ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সেই আন্দোলনেও এই চিহ্নিত ধান্দাবাজদের কোন অংশগ্রহণ ছিল না, এমনকি কোন ধরনের সহযোগিতাও ছিল না। এখনো লক্ষীছড়ি, মানিকছড়ি, রামগড় ও রাঙামাটির কাউখালিসহ বিভিন্ন এলাকায় অহরহ জমি বেদখলের ঘটনা ঘটছে। এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতির শিকার হচ্ছেন মারমা জাতির লোকজন। এলাকায় এত বড় দুঃসময়ে মারমা সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু চিহ্নিত লোক ভয়ানকভাবে নির্বিকার। ভূমি বেদখল বা স্বজাতির বিপদ অত্যাসন্ন দেখেও এ ব্যাপারে তাদের যেন কোন মাথা ব্যাথা নেই। এরা আকার-আকৃতি ও ব্যাহ্যিক চেহারায় মারমা হলেও, স্বভাব-চরিত্র ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে মারমা নয়। এরা হচ্ছে মারমা সমাজের কুলাঙ্গার, মারমা নামধারী ঘৃণ্যজীব দালাল। ব্যক্তিস্বার্থের ধান্দায় এরা মশগুল। তাই এদের ব্যাপারে জনগণকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে।

আসলে এই দালালরা কোন বিশেষ জাতির বা সম্প্রদায়ের নয়। এরা চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ সব জাতির মধ্য থেকে রয়েছে। '৭১ সালে বাঙালি জাতির বড় বিপদের সময় পাকিস্তানীদের সহযোগিতা দিয়েছিল বাঙালি রাজাকার-আলবদরেরা। এরা সমাজে পরগাছার মতো, আর রাজনৈতিকভাবে চরম প্রতিক্রিয়াশীল। পরাধীন কোন সমাজ কোন জাতি এই দালালদের বিরুদ্ধে মতাদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে সংগ্রাম না করে মুক্তি অর্জন করতে পারেনি। আন্দোলনের কোন বিশেষ স্তরে এদের এক ধরনের জয়জয়কার অবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু প্রবল গণজোয়ারে এরা এক সময় ভেসে যায়। স্মরণ রাখা দরকার, এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামেও টাইগার বাহিনী, লায়ন বাহিনী, গরুক বাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন স্পাই ও সেনা-দালালদের দৌরাত্ম্য ছিল। কিন্তু নব্বই দশকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে যে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই আন্দোলনের তোড়ে এরা ভেসে গিয়েছিল। এমন কি রাঙামাটি শহরেও ভুল-পড়ুয়া ছাত্ররা সে সময় সেনা-এজেন্টদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। জনগণের এই সংগ্রামী ঐতিহ্য হারিয়ে যায়নি। সেই দিন বেশী দেরী নেই যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আবার প্রবল ঢেজে জেগে উঠবেন। তখন গণআন্দোলনের মহাপ্লাবনে এই দালাল গণশত্রুরা খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। জনগণের দিন আসবেই।

সেনাবাহিনীর এই নির্যাতন কবে বন্ধ হবে?

ন্যুচিং

যে পার্টির শেকড় জনগণের গভীরে প্রোথিত, যে পার্টি দুনিয়ার সবচেয়ে অগ্রসর মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত, যে পার্টির নেতৃত্ব বহু রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝায় পোড় খেয়ে গড়ে উঠেছে, সে পার্টিকে দমনপীড়ন চালিয়ে কখনোই ধ্বংস করা যাবে না।

উপরের প্রশ্নের উত্তর কি কারোর জানা আছে? সেনা প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি -- আপনারা কেউ কি দিতে পারবেন এর উত্তর? পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন আর সশস্ত্র সংগ্রাম বা তথাকথিত ইসাজেপি নেই। আজ থেকে প্রায় ১৩ বছর আগে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আন্দোলনের যবনিকাপাত ঘটেছে। তাই এখানে আর কোন যুদ্ধ নেই, নেই সীমান্তে উত্তেজনা। কিন্তু তারপরও এত বিপুল সংখ্যক সেনা উপস্থিতি কেন? তাদের কাজই বা কি, আর কেন তাদের এত দাপট? এত দোর্দণ্ড প্রতাপ? তাদের এত ক্ষমতা যেন তারা স্বয়ং ঈশ্বর! তারা দিনকে রাত, রাতকে দিন বানাতে পারেন, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারেন, যা স্বয়ং ঈশ্বর পারেন না। তারা নিরীহ মানুষকে সন্ত্রাসী সাজাতে পারেন, আর সন্ত্রাসীকে লালন পালন করতে পারেন।

উদাহরণ চান? ভূড়ি ভূড়ি দেয়া যাবে। গত সাড়ে তিন দশক ধরে এভাবে চলে আসছে। সাম্প্রতিক নান্যাচরের ঘটনার কথা ধরা যাক।

ইউপিডিএফ-এর পুরুষ সদস্যদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী সাজানোর কেরামতী প্রচলিত প্রথা হলেও, হিল উইমেন ফেডারেশনের কোন নেত্রীকে নিয়ে এমন কান্ড করার ঘটনা এটাই প্রথম।

গত ২৩ আগস্ট ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবিতে বিভিন্ন উপজেলা সদরে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। একই কর্মসূচী নান্যাচরে পালন করতে চাইলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাধা দেয় এবং ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠনের ৭ জন নেতাকর্মিকে আটক করে জোনে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ৪জনকে ছেড়ে দিয়ে বাকি ৩ জনের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়ার মতো কোন অবস্থা না থাকায় পুলিশ ৫৪ ধারা প্রয়োগ করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। পরে আদালত তাদের ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। ছাড়া পাওয়ার পর তারা তাদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা দেন। তারা জানান মোস্তফা নামে জনৈক মেজর মারধরের সময় তাদের বলে, "তোমরা আওয়ামী লীগ করতে পার না, বিএনপি করতে পার না, কিংবা ঢাকায় গিয়ে চাকরী করতে পার না?" উক্ত মেজর তাদেরকে জেএসএস-এর হাতে তুলে দেয়ারও হুমকি দেয়। এদিন সেনারা নান্যাচরের টিএন্ডটিতে অবস্থিত ইউপিডিএফ অফিসেও তল্লাশী চালায় এবং সংগঠনের অনেক মূল্যবান দলিলপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

এর পর ২৯ আগস্ট সেনারা আবার নান্যাচরে ইউপিডিএফ অফিসে হানা দেয় এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী সুখিতা চাকমা ও বত্না চাকমাসহ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অপর দুই নেতাকে আটক করে। জোনে তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানোর পর সেনারা রাত ১২টার দিকে তাদেরকে হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে থানায় হস্তান্তর করে। ফলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করতে বাধ্য হয়। অবশ্য আদালত গত ৬ সেপ্টেম্বর তাদের জামিনে মুক্তির আদেশ দেন।

ইউপিডিএফ-এর নেতাকর্মিদেরকে ধরে তাদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী সাজিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করার ইতিহাস বহু পুরোনো। গত ১০-১২ বছর ধরে সেনারা এটা করে আসছে। এমনকি খাগড়াছড়ি শহরে আদালত চলাকালে আদালত কক্ষ থেকে তাদের বের করে নিয়ে এসে তারপর হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তোলার ঘটনাও ঘটেছে। এটা ২০০৬ সালের ঘটনা। খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের জনৈক ক্যাপ্টেন এ কান্ড ঘটেছিয়েছিল। সে সময় খাগড়াছড়ি আইনজীবী সমিতি এর বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানালেও উক্ত সেনা কমান্ডারের কোন শাস্তি হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

ইউপিডিএফ-এর পুরুষ সদস্যদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী সাজানোর কেরামতী প্রচলিত প্রথা হলেও, হিল উইমেন ফেডারেশনের কোন নেত্রীকে নিয়ে এমন কান্ড করার ঘটনা এটাই প্রথম। সেনারা যেভাবে নিরীহ লোকজনকে সন্ত্রাসী বানানোর দক্ষতা অর্জন করে চলেছে তাতে মনে হয় এমন দিন বেশী দূরে নয় যখন তারা সদ্য ভূমিষ্ট কোলের শিশুকেও সন্ত্রাসী বানাতে সক্ষম হবে!

ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মিদের ওপর এ নির্যাতন ও দমনপীড়ন নতুন কোন ব্যাপার নয়, বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনাও নয়। প্রত্যেক সরকারের আমলে বছরের পর পর ধরে এটা চলে আসছে। তবে বর্তমান সরকারের আমলে এই নির্যাতনে নতুন মাত্রা যোগ হয় যখন গত কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের মিটিঙে ইউপিডিএফ-এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে পর থেকে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মিদের গ্রেফতার ও তাদের সভা সমাবেশের ওপর হামলা বেড়ে চলেছে। নান্যাচরে পিসিপি ও এইচত্রিউএফ এর নেতাকর্মীদের গ্রেফতার হলো তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন হতে পারে, ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর কেন এই বর্বর নির্যাতন? এক কথায় এর উত্তর হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আন্দোলনকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া এবং সেখানে উগ্রবাঙালী জাতীয়তাবাদী আধিপত্য নিরঙ্কুশ, অবাধ ও স্থায়ী করা। জনসংহতি সমিতির পতনের পর দেশের শাসকগোষ্ঠীর এই লক্ষ্য অর্জনের পথে বর্তমানে একমাত্র প্রতিবন্ধক হলো ইউপিডিএফ। এই পার্টিই এখন আন্দোলনের ঝান্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছে। জীবন বাজী রেখে তার শত শত নেতাকর্মী নিবেদিত প্রাণ হয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করছে। বহু নেতাকর্মী জেল-জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করার পরও আন্দোলনে ঠিকে রয়েছে। এই কঠিন আত্মত্যাগের বিনিময়ে ইউপিডিএফ জনগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ কারণে শাসকগোষ্ঠী এখন মরিয়া হয়ে ইউপিডিএফ-কে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। দমন পীড়নের পাশাপাশি ইউপিডিএফ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বেনামে প্রচারপত্র ছাপিয়ে কুৎসা রটনা করছে। কিন্তু যে পার্টির শেকড় জনগণের গভীরে প্রোথিত, যে পার্টি দুনিয়ার সবচেয়ে অগ্রসর মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত, যে পার্টির নেতৃত্ব বহু রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝায় পোড় খেয়ে গড়ে উঠেছে, সে পার্টিকে দমনপীড়ন চালিয়ে কখনোই ধ্বংস করা যাবে না।

কাজেই সরকারের উচিত ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন বন্ধ করা। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় তাদের কার্যক্রম চালাতে দেয়া। যদি সেটা করা না হয়, সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠলে তার দায় সরকারকেই নিতে হবে।

দিঘীনালা ও মারিশ্যায় সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত মত বিনিময় সভায় বক্তব্যের অংশ বিশেষ

আলোচনার স্থান : বড়াদাম উচ্চ বিদ্যালয়
তারিখ : ২১ আগস্ট ২০১০আলোচনায় উপস্থিতি সংখ্যা : ৬৫জন।
উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে উত্থাপিত মতামত/প্রস্তাবনা

নব কমল চাকমা
আমরা যদিও সংবিধানের কথা বলি কিন্তু সংবিধানের পরিষ্কার ধারণা আমাদের নেই। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠির কথা সংবিধানে থাকা দরকার। ১৯৭২ সনে সংবিধান রচনা করে আইন পাশ করা হয়েছে।
১৪১ ঘ (১) ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পরিবর্তে আদিবাসী শব্দ প্রতিস্থাপন করা হলে ভাল হয়। আইন বিষয়ে ধারণা আছে এমন লোকদের পরামর্শ নেয়া দরকার।

বিবেকানন্দ
১৯৪৭ সালে ও ১৯৭১ সালে আমাদের জুম্মদের বিরোধী ভূমিকা রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রধানদের কাছে আমরা অপ্রিয়। সংসদ সদস্যদের বিষয়ে আনা দাবী গৌণ মনে করি। আদিবাসী শব্দ প্রতিস্থাপন করলে ভাল হয়। জরুরী অবস্থা বিষয়ে দাবী ও গৌণ মনে করি। শুধুমাত্র আমাদের দাবি প্রদান করাই উত্তম হবে মনে করি।

নন্দ সুর
সুন্দরভাবে বসবাস করার জন্য সংবিধানে আমাদের কথা অবশ্যই রচিত হওয়া দরকার।

অয় মনি (কার্বারী)
জাতি হিসেবে আমাদের কোন পরিচয় সংবিধানে নেই। এ মুহূর্তে আমাদের একটি সুযোগ গ্রহণ করা দরকার। ব্রিটিশ আমল থেকে আমরা আদিবাসী পরিচয় দিতে পারছি না। আদিবাসী শব্দ প্রতিস্থাপন করলে ভাল হয়।

প্রিয় লাল চাকমা (কার্বারী)
স্বায়ত্তশাসন শব্দ বাদ দিলে ভাল হয়। স্বায়ত্তশাসন শব্দটি দাবি করলে অন্যান্য দাবী আদায়ও কঠিন হয়ে পড়বে।

সমর বিজয়
যারা আইনের ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাদের মতামত গ্রহন করলে ভাল হবে।

ধনিতা
ইউপিডিএফ-এর দাবি সফল ও পূরণ হোক এই প্রত্যাশায়।

বাঘাইছড়ি ইউনিট

১৯ ও ২০ আগস্ট ২০১০ ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবিনামার উপর জনগণের মতামত/প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয়। উক্ত দু'দিনের আলোচনায় উত্থাপিত মতামত তুলে ধরা হলো :

জ্ঞান রঞ্জন চাকমা, প্রধান শিক্ষক, তুলাবান উচ্চ বিদ্যালয়
সংবিধান নিয়ে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নেই। পার্টি যে সংবিধানের খসড়া তুলে ধরেছেন তা যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী পদপেক্ষ। সংবিধান বিষয়ে যাদের ধারণা আছে তাদের কাছ থেকে সুচিন্তিত মতামত নেয়ার অনুরোধ করছি, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার নিশ্চিত হয়।

কালা ধন চাকমা, সহকারী শিক্ষক, তুলাবান উচ্চ বিদ্যালয়
জেএসএস সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর একই দাবি নিয়ে সংবিধান সংশোধনী কমিটির নিকট উত্থাপন করতে পারলে দাবিগুলো আরো জোরালো হবে বলে মনে করি।

উত্তরায়ন চাকমা, চেয়ারম্যান, বন্দুকভাঙ্গী ইউপি
সকল রাজনৈতিক দল থেকে এসব দাবি উত্থাপন হওয়া দরকার। বাংলাদেশে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বসবাস করে আসছে, পার্টি ব্যতীত সাধারণ জনগণের পক্ষে সংবিধান বিষয়ে মতামত তুলে ধরা সম্ভব নয়।

দেব প্রসাদ চাকমা, প্রভাষক, কাচলং ডিগ্রী কলেজ
তিনি বলেন সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা বা মতামত দিতে চাইলে অবশ্যই সংবিধান জানা থাকা দরকার। তিনি রাষ্ট্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছেন বলে বাংলাদেশ ব্যতীত আমেরিকা, ভারতসহ কয়েকটি দেশের সংবিধান পড়ার সুযোগ পান বলে জানান। তিনি পার্টির সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে খসড়া দাবিটি অত্যন্ত যুগোপযোগী পদক্ষেপ বলে মনে করেন। সংবিধান ১৪ বার সংশোধন হয়েছে এবং সংবিধান সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেন। যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য দিক হচ্ছে খসড়ার ৬ নং এর ৫ম ভাগের ৬৫ নং অনুচ্ছেদের (২) দফার পর "২ক" দফা সংযোজন: পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে" এখানে 'যদি কোন প্রকার সংরক্ষিত আসন না রাখে তাহলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংসদ প্রতিনিধি নিশ্চিত করা' এভাবে সংযোজন করা যায় কিনা প্রস্তাব করেন।
বাকী দাবিগুলো যৌক্তিক বলে মনে করেন। এছাড়াও তিনি আদিবাসী শব্দটির পরিবর্তে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দাবিটি জোরদার করার জন্যও মতামত পেশ করেন।

বিশ্বপ্রিয় চাকমা, সাবেক চেয়ারম্যান, খেদারমারা ইউপি
পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ বাকী দাবিগুলো সংবিধান সংশোধনী কমিটির নিকট উত্থাপন করতে পারলে জোরালো হবে বলে মতামত পেশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ১৯৪৭ সালের প্রেক্ষাপট ও ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটের কথা উল্লেখ করেন এবং এ জন্য অনৈক্যের কারণকে দায়ি করেন। তিনি এও আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, আজকের এই সময়েও যদি ঐক্যবদ্ধভাবে দাবিগুলো উত্থাপন করতে না পারি তাহলে এর পরিণতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। তিনি দাবিগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে উত্থাপন করতে পারলে জোরালো হতে পারে বলে মতামত পেশ করেন।

সুজল চাকমা, জুম ফাউন্ডেশন পরিচালক, বাবুছড়া
তিনি বলেন, এখানকার জনসাধারণ সংবিধান সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। শহরের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে একটি কর্মশালার উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি পার্টির খসড়া দাবিটি অত্যন্ত যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ বলে পার্টির উদ্যোগকে স্বাগত জানান। একই সাথে তিনি দাবিগুলো রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক ঐক্যবদ্ধভাবে সংবিধান সংশোধনী কমিটির নিকট পেশ উচিত বলে মনে করেন।

সাজেক ইউনিট

আলোচনার স্থান : গঙ্গারাম দোর
তারিখ : ১৭ আগস্ট ২০১০
উপস্থিতির সংখ্যা : ১৮ জন
উপস্থিত ব্যক্তিগণের মতামত/প্রস্তাবনা:

বিনয় চাকমা, বাইবা ছড়া
ইউপিডিএফ কর্তৃক সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে দাবি নামা (খসড়া) তুলে ধরায় পার্টিকে ধন্যবাদ। বিষয়টি সময়োপযোগী হয়েছে। পার্টি কর্তৃক সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে খসড়া দাবির মধ্যে ৬ নং দাবিতে পঞ্চম ভাগে ৬৫ নং অনুচ্ছেদের (২) দফার পর "২ক" দফা সংযোজন : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর তিনটি সংসদীয় আসন (খাগড়াড়ি-২৯৮, রাঙ্গামাটি-২৯৯ ও বান্দরবান-৩০০) ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।" এই দাবির সাথে জাতিসত্তাসমূহের প্রার্থীরা ভোটের মাধ্যমে সাংসদ নির্বাচিত হবেন উল্লেখ থাকলে ভালো হয়। আমার দৃষ্টিতে বাকী সব দাবি ঠিক রয়েছে।

শাক্যবোধি চাকমা, প্রধান শিক্ষক, বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়
ইউপিডিএফ কর্তৃক সংবিধান সংশোধনী কমিটির বরাবরে দাবি খসড়ার মধ্যে ১ নং দাবির ৯ম খ ভাগের "ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলীতে" ১৪১ ঘ (১) এ বসবাসরত জাতিসত্তার সার্বিক উন্নতিকল্পে তথা তাহাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ-এর কথা উল্লেখ থাকলেও শিক্ষার কথা উল্লেখ নেই। আমার মনে সেই দাবির মধ্যে শিক্ষার বিষয়টিও উল্লেখ করা হলে ভালো হয়। বাকী সব দাবি ঠিক রয়েছে বলে আমি মনে করি। এই সময়ে পার্টির এই মহৎ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রূপায়ন চাকমা, সহকারী শিক্ষক, বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়
পার্টি কর্তৃক সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে দাবির খসড়ায় মধ্যে ৬ নং দাবিতে "পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা জনগণের মধ্যে সংরক্ষিত থাকিবে" এর সাথে তিন পার্বত্য জেলায় একটি মহিলা আসন সংরক্ষিত থাকিবে- এরূপ দাবি থাকলে ভালো হয়। আমার মতে বাকী সব দাবি ঠিক রয়েছে।

রিপন চাকমা, জিপো পাড়া
ইউপিডিএফ কর্তৃক সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে দাবির খসড়ার মধ্যে ৬ নং দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা জনগণের মধ্যে সংরক্ষিত থাকিবে- এই দাবির পাশাপাশি সমতল এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের জন্যও সংরক্ষিত আসন দাবি করা দরকার বলে মনে করি। পার্টি কর্তৃক খসড়া দাবির বাকী সবগুলো ঠিক রয়েছে বলে মনে করি।

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবির ওপর জনগণের মতামত

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবিনামার বিষয়ে বিভিন্ন এলাকায় জনগণের কাছ থেকে পার্টি জনমত সংগ্রহ করেছে। জনমত নেয়ার পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে মতবিনিময় সভা, ঘরোয়া আলোচনা, টেলিফোন সংলাপ ইত্যাদি। বিভিন্ন এলাকার পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ার কারণে এই কৌশল অবস্থান করা হয়েছে।

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবিনামার ওপর রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার জনগণের মতামত নেয়া নয়। এ জন্য বিভিন্ন জায়গায় লোকজনের কাছে ফরম দেয়া হয়। এরপর তারা ফরমে লিখিতভাবে তাদের মতামত দেন। তাদের দেয়া মতামতগুলোর মূল বক্তব্য সংকলিত করে তুলে ধরা হল।

১। প্রদীপ চাকমা, পেশা-কৃষি, গ্রাম- দর্য্যা পাড়া
১৪১ ঘ নাম্বার দাবী :
এই রকম আইন যদি সংবিধানের মধ্যে থাকে তাহলে খুব ভালো হবে। অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত এলাকা ঘোষণা করা উচিত।
কিন্তু তাতে বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহ নেই। তাই মানবাধিকার সংস্থা এবং বৌদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতি (এ বিষয়ে) অনুরোধ করতে হবে। দাবিগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্তার বাঁচার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি। যেহেতু দাবি পূরণে বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছা পুরোপুরি নেই, তাই বিভিন্ন মহলের সহায়তা নিয়ে বাধ্য করতে হবে।

২। ধর্ম ধন চাকমা, পেশা- কৃষি, গ্রাম- নাকশা ছড়ি
দাবিগুলোর সাথে একমত পোষণ করছি।

৩। প্রদীপ কুমার চাকমা, পেশা-চাকরী, গ্রাম- নাকশাছড়ি
জাতিসত্তার স্বীকৃতি পাওয়া আমার মতে অত্যন্ত দরকার এবং তাদের বসবাসের অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে সংবিধানে ঘোষণা করা প্রয়োজন।
স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি অধিকার অবশ্যই থাকতে হবে এবং স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া অন্য কারো নিকট জমি কেনা-বেচা নিষিদ্ধ রাখা প্রয়োজন।

৪। প্রীতিময় খীসা, কৃষি, গ্রাম- তালুকদার পাড়া
ক্ষুদ্র জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও মুক্তির দাবিতে ইউপিডিএফ ও জেএসএস উভয় দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক। এখানে নীতি-আদর্শ ভিন্ন মাত্র। সুতরাং উভয় দলের অতীতের ভ্রাতৃত্ব সংঘাত, হানাহানি ভুলে গিয়ে মৈত্রীময় ও সৌহার্দের বন্ধন গড়ে তুলে সরকারের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের আন্দোলনের কর্মসূচি ঠিক করা বাঞ্ছনীয়। এবং সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে বিশেষ বিধান সংযোজন করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এটা সময়ের দাবি। তাই আমিও ইউপিডিএফ-এর ন্যায়সঙ্গত খসড়া দাবির প্রতি একমত পোষণ করছি।

৫। বাদী ধন তালুকদার, মেম্বার, কলমপতি ইউনিয়ন, গ্রাম- তালুকদার পাড়া
পাহাড়ি জাতিসত্তার ও নিরীহ জনগণের স্বার্থে অতীতের দল জেএসএস এবং বর্তমান ইউপিডিএফ-এর মধ্যেকার হানাহানি, ভুল বোঝাবুঝি বাদ দিয়ে নতুন করে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে লেগে থাকা উভয় দলের একান্ত বাঞ্ছনীয়। উভয় দলের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল পূর্ণস্বায়ত্তশাসন। ইউপিডিএফের দাবির সাথে আমি একমত পোষণ করি।

৬। রামকৃষ্ণ তালুকদার, পেশা-চাষা, গ্রাম-তালুকদার পাড়া
জাতিসংঘের বিধি বিধানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে আমাদের বিশেষ অধিকার থাকা দরকার।

৭। জগদীশ তালুকদার, হেডম্যান, ১০১ নং মিলাছড়ি মৌজা, গ্রাম- উন্টা পাড়া
আমার মতামত এই যে, দৈনিক পত্রিকা সুপ্রভাত বাংলাদেশে ইউপিডিএফ এর দাবি সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে সে সব দাবি আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন বলে মনে করি। কারণ বৃটিশ আমল হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আলাদা আইনে পরিচালিত হয়েছে। পার্বত্যবাসীদেরকে পাহাড় বন্দোবস্তি দেওয়া হয়নি। কেননা পাহাড়িরা পাহাড়ে জুম চাষ করতো এবং জুমের খাজনা দিত। তাই বন্দোবস্তি প্রয়োজন মনে করেননি। এভাবে পাকিস্তান সরকারের আমলেও একইভাবে চলেছিল। মধ্যে মধ্যে যে পাহাড় বন্দোবস্তি হয়েছিল তাও দ্বিতীয় শ্রেণী হিসাবে বন্দোবস্তি হয়েছিল। আর বাংলাদেশ সরকারের আমলে দেখা যাচ্ছে আমাদের বন্দোবস্তিকৃত ১ম শ্রেণীর জমিগুলি পর্যন্ত আমরা নিজেদের দাবি করতে পারছি না। তাই সংবিধানে আমাদের বেলায় ইউপিডিএফ-এর দেওয়া দাবিনামা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। অথচ এখনো পর্যন্ত জুম চাষ করে জুমের খাজনা চলছে। পাহাড়ে এক ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

নান্যাচরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে ইউএনও-র কাছে ইউপিডিএফ-এর লিখিত চিঠি

গত ১ সেপ্টেম্বর রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলায় আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত এক মিটিঙ অনুষ্ঠিত হয়। সেনা ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ উক্ত মিটিঙ বর্জন করেন। তবে তারা টিএনও'র কাছে একটি লিখিত চিঠি দেন। এই চিঠিতে নান্যাচরের পরিস্থিতি ও প্রশাসনের ওপর সেনা হস্তক্ষেপসহ বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে।

বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
নান্যাচর উপজেলা, খাগড়াছড়ি জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম
তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর ২০১০
বিষয়: উপজেলার আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভায় ইউপিডিএফ-এর লিখিত বক্তব্য।
সম্মানীত,

১। আজকের উপজেলার আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সভায় আমাদের পার্টি ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-কে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাকে আমরা উক্ত আমন্ত্রণ রক্ষা করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু সভার স্থান এক অদৃশ্য শক্তির চাপে আপনার অফিস থেকে নান্যাচর জোনে স্থানান্তরিত করা হলে আমরা সেখানে যেতে আমাদের অপারগতার কথা সবিনয়ে আপনাকে জানিয়েছিলাম। কারণ যারা উপজেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির জন্য দায়ি, যারা দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার হরণকারী, যারা আমাদের সংগঠনের নিরীহ নিরপরাধ নেতাকর্মিদেরকে ধরে নিয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠায় তাদের ক্যাম্পে গিয়ে আইন শৃঙ্খলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিটিঙ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের পক্ষ থেকে এটা করা মানেই হবে তাদের অন্যায়, অগণতান্ত্রিক, বেআইনী ও অসাংবিধানিক কাজকে বৈধতা দেওয়ার সামিল। তবে মিটিঙটি যদি আপনার অফিসে আপনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত (যা হওয়া উচিত ছিল) হতো তাহলে আমরা সানন্দে উপস্থিত থাকতাম।

২। উপজেলার আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মিটিঙ হওয়া উচিত আপনার অফিসে অথবা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোন সেমিনার কক্ষে। সেনাবাহিনীর জোন কার্যালয়ে এ ধরনের মিটিঙ করার মধ্যে কোন ধরনের যৌক্তিকতা নেই।

৩। আজকের আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মিটিঙের স্থান আপনার অফিস থেকে সেনা জোন কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকার মতো নান্যাচরেও বেসামরিক প্রশাসনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। আর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হওয়ার পেছনে এটাই হলো অন্যতম প্রধান কারণ। তাই আমরা মনে করি, যতদিন সিভিল প্রশাসনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেয়া হবে না, যতদিন সিভিল প্রশাসনের কার্যক্রমের উপর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ থাকবে, ততদিন এলাকায় প্রশাসনিক কাজ স্বাভাবিকভাবে চলতে পারবে না। আর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও।

৪। নান্যাচরে সাম্প্রতিক যে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আজকের আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা আহ্বান করা হয়েছে সেই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য একমাত্র দায়ি হলো নান্যাচর জোন কর্তৃপক্ষ। কারণ:

(১) গত ২৩ আগস্ট ২০১০ নান্যাচর জোনের সেনা সদস্যরা শান্তিপূর্ণ সভা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠনের ৭ নেতাকর্মিকে ধরে নিয়ে যায়। তাদেরকে সারাদিন জোনে আটকিয়ে রাখার পর বিকেল আনুমানিক ৪.০০টার দিকে পিসিপির নান্যাচর থানা শাখার সদস্য ইথন চাকমা, চিকন মনি চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর শাখার সদস্য জ্ঞানদর্শী চাকমা ও জীবন চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হলেও পিসিপি'র নান্যাচর থানা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা, সহ সাধারণ সম্পাদক বাবলু চাকমা ও কলেজ শাখার প্রাক্তন সভাপতি তাপুমনি চাকমাকে নান্যাচর থানায় হস্তান্তর করা হয়। থানায় তাদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় আটক দেখানো পর রাঙামাটি জেলে পাঠানো হয়। অবশ্য মহামান্য আদালত ২৯ আগস্ট তাদেরকে মুক্তি দেয়।

তাদেরকে আটকের পর সেনা সদস্যরা টি এন্ড টিতে অবস্থিত ইউপিডিএফ-এর অফিসেও তল্লাশি চালায়। কিন্তু সেখানে বেআইনী কোন কিছু না পেয়ে পার্টির গঠনতন্ত্রসহ বেশ কিছু দলিলপত্র নিয়ে যায়।

(২) উক্ত ঘটনার পর গত ২৯ আগস্ট ২০১০ রাতে নান্যাচর জোনের সেনারা আবার ইউপিডিএফ অফিস ঘেরাও করে এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নান্যাচর কলেজ শাখার সভাপতি বিনয়ন চাকমা, সদস্য টিটন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক ও নান্যাচর জেলা শাখার সভাপতি যুথিকা চাকমা ও একই সংগঠনের শুভাকাঙ্খী যন্ত্রা চাকমাকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এরপর সেনারা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশে হস্তান্তর করে।

তাদেরকে অফিস থেকে গ্রেফতারের পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা ইউপিডিএফ কার্যালয়টি সিলগালা করে বন্ধ করে দেয় ও এই বলে হুমকি দেয় যে, ইউএনও'র অনুমতি ছাড়া যে অফিসটি খুলবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেও বহুবার নান্যাচর অফিসে সেনারা তল্লাশী চালিয়েছিলো। কিন্তু বেআইনী কোন কিছুই তারা পায়নি।

৫। ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠনের নেতাকর্মিদের গ্রেফতার সম্পর্কে আমাদের পার্টির বক্তব্য হলো, যদি গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে কোন বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার প্রমাণ কিংবা গুরুতর সন্দেহ থাকতো, তাহলে পাশেই থানা পুলিশ ও সিভিল প্রশাসন রয়েছে, সেনা সদস্যরা তাদেরকে তথ্য দিয়ে গ্রেফতারে সহযোগিতা করতে পারতো। কিন্তু তাদেরকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে সেনারা এ গ্রেফতারের কাজগুলো করেছে। অর্থাৎ তারা নিজেরাই পুলিশের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের অন্য কোন স্থানে তো এ রকম হতে দেখা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন ব্যতিক্রম হবে? পার্বত্য চট্টগ্রাম কি তাহলে বাংলাদেশের অন্তর্গত নয়? আসলে সেনাবাহিনীই তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রমাণ দিচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা দখলদার বাহিনীর মতো।

৬। এটা আজ সবার কাছে পরিষ্কার যে, সেনাবাহিনী ২৩ ও ২৯ আগস্ট সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে আমাদের পার্টিভুক্ত সংগঠনের নেতাকর্মিদের গ্রেফতার করেছে। কারণ বাংলাদেশের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে সংগঠন করার, শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশে মিলিত হবার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। আপনার জানা থাকা সত্বেও, আমরা এখানে সংবিধানের কতিপয় ধারা উদ্ধৃত করছি:

সমাবেশের স্বাধীনতা: অনুচ্ছেদ ৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সংগঠনের স্বাধীনতা: অনুচ্ছেদ ৩৮। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা: অনুচ্ছেদ ৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচিত সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৭। আমরা আমাদের পার্টিভুক্ত সংগঠনের নেতাকর্মিদের বেআইনীভাবে গ্রেফতারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেক নাগরিক যাতে সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকার তথা স্থানীয় প্রশাসনের। আমরা মনে করি, এই দায়িত্বের অংশ হিসেবে আপনার উচিত হবে নান্যাচর জোনের সেনা অফিসার ও সদস্যরা যাতে দেশের সংবিধান ও আইন কানুন মেনে চলেন তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাছাড়া, অগণতান্ত্রিক আচরণের জন্য এবং বেআইনীভাবে ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠনের নেতাকর্মিদের গ্রেফতারের জন্য আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আজকের মিটিঙে অবশ্যই তাদের সমালোচনা করা উচিত।

৮। ভবিষ্যতে নান্যাচর এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে আজকের মিটিঙে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি:

ক. হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী যুথিকা চাকমা ও যন্ত্রা চাকমাসহ গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠনের সকল নেতাকর্মিকে মুক্তি দেয়া।

খ. ২৩ ও ২৯ আগস্ট গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠনের নেতাকর্মিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা তুলে দেয়া।

গ. ইউপিডিএফ এর অফিস খুলে দেয়া।

ঘ. শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় সভা সমাবেশসহ সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার স্বীকার করা।

ঙ. অগণতান্ত্রিক আচরণ ও বেআইনীভাবে ইউপিডিএফ-ভুক্ত সংগঠনের নেতাকর্মিদের গ্রেফতারের জন্য নান্যাচর জোন কর্তৃপক্ষকে সমালোচনা করা।

চ. ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য নান্যাচর জোন কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার আদায় করা।

ছ. প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংগঠনের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং প্রত্যেক সংগঠনের শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশ ও মিছিলে পর্যাপ্ত পুলিশী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

জ. সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ধন্যবাদসহ।

অমিয় চাকমা
সংগঠক
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) নান্যাচর ইউনিট

বিলাস চাকমা
সভাপতি
পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নান্যাচর উপজেলা শাখা

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে

৫ম পাতার পর

টুকুরোও জমি নেই যার খাজনা দেয়া হয় না। অথচ সেই পাহাড়ের ওপর অধিকার দূরে কথা, বন্দোবস্তিকৃত জমির অধিকার থেকে পর্যন্ত আমরা বঞ্চিত।

৮। বিদ্যা নয়ন চাকমা (মেম্বার) পেশা-ব্যবসা, গ্রাম- ডেবাছড়ি

বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের পক্ষে ইউপিডিএফ-এর দাবি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার প্রস্তাবকে যুগোপযোগী ও ঐতিহাসিক বলে মনে করি।

৯। সুকুমার চাকমা (কার্বারী) পেশা-কৃষি, গ্রাম- উল্টা রাঙ্গী পাড়া

গত ১৩ আগস্ট ২০১০ইং তারিখে সুপ্রভাত বাংলাদেশ পত্রিকায় জানতে পারলাম যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার প্রস্তাব সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ কর্তৃক তুলে ধরা হবে। ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবিনামার সাথে আমিও একমত পোষণ করলাম।

১০। সুনেন্দু বিকাশ চাকমা, পেশা-কৃষি, গ্রাম- ডানে উল্টা

ইউপিডিএফ এর খসড়া দাবিনামার সাথে আমি একমত।

১১। শরৎচন্দ্র চাকমা, পেশা-ব্যবসা, গ্রাম- চম্পাতলী

ইউপিডিএফ কর্তৃক ৯ম খ ভাগ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কিত বিধানাবলী পূর্ণ সমর্থন করি।

১২। শান্তিমনি চাকমা, পেশা- ব্যবসা, গ্রাম- কেয়াছড়া

প্রস্তাবিত ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবির সাথে একমত পোষণ করি।

১৩। নব কুমার তনচংগ্যা, পেশা-কৃষি, গ্রাম- সেওয়ান পাড়া

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট -এর খসড়া দাবি আমি পুরোপুরি পাঠ করেছি। এই দাবিগুলো তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মতামত বলে আমি মনে করি।

যেহেতু উক্ত জাতিসত্তার প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মীয় ঐতিহ্য রয়েছে, সেহেতু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনীত সনদ অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বীকৃত আদিবাসী হিসাবে আমাদের পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি ন্যায় সঙ্গত। বর্তমান সরকার ৫ম সংশোধনী বাতিল করেছেন অর্থাৎ সামরিক শাসনামলে যতগুলি অধ্যাদেশ জারী হয়েছিল সব অবৈধ, সুতরাং পার্বত্যাঞ্চলে বাঙ্গালীদের বসতিস্থাপন বা তৎকালে বন্দোবস্তি প্রদান এবং ভূমি হুকুমদখলও সম্পূর্ণ অবৈধ। তাই ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নিকট দাবি সামরিক সরকারের সহায়তায় যে সমস্ত বাঙ্গালী পরিবার অবৈধভাবে অত্র তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসীদের জায়গা জমি বেদখল করেছে, তার বিহিত ব্যবস্থার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা বা আদিবাসীদের ভূমি-জমি ফিরে পাওয়ার আশু ব্যবস্থা করা।

১৪। বিমল শোভা চাকমা, পেশা-শিক, গ্রাম- শুকনাছড়ি

যুগ যুগ ধরে আদিবাসী জুম্ম জাতিসত্তা শোষিত, নির্যাতিত, অধিকারহারা হয়ে অমানবিক জীবন-যাপন করে এসেছে। তখনকার সময়ে কোন রাজা জাতির অধিকারের কথা চিন্তা ভাবনা করেনি, বরং তাদের পেশি শক্তি দ্বারা জনগণকে চাপিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর জাতির কর্ণধার মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিজ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জুম্ম জাতির অধিকারের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর তার পার্টির নীতি-আদর্শ ধরে রেখে ইউপিডিএফ সত্যিকার ৭ম পাতায় দেখুন

সংবিধান সংশোধন কমিটির কাছে ইউপিডিএফ-এর পেশকৃত দাবিনামা

গত ৪ সেপ্টেম্বর ইউপিডিএফ সংবিধান সংশোধন বিষয়ক সংসদীয় কমিটির কো-চেয়ার সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের কাছে দাবিনামা পেশ করে। নিম্নে তা হুবহু উল্লেখ ছাপা হল।

সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সংসদীয় বিশেষ কমিটির কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর দাবিঃ

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সংসদীয় বিশেষ কমিটির কাছে তাদের সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবনায় নিম্নোক্ত ছয় দফা সংশোধনী সুবিবেচনাপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি জানাচ্ছি।

১। "নবম-খ ভাগ" নামে একটি বিভাগ সংযোজন করা, যার শিরোনাম হবে "সংখ্যালঘু জাতির অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী" এবং এই ভাগের অধীনে ১৪১ঘ অনুচ্ছেদ যোগ করে নিম্নোক্ত বিধান সন্নিবেশিত করাঃ

"৯ম খ ভাগ

সংখ্যালঘু জাতির অধিকার সম্পর্কিত বিধানাবলী

১৪১ঘ। (১) দেশে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, মুরুং, গারো, মুনিপুরী ও সাঁওতালসহ ৫ম তফসিলে [এরপর ৫ম তফসিল নামে একটি তফসিল সংযোজিত করা, যেখানে অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতির নাম সন্নিবেশিত হবে] বর্ণিত বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির জনগণের সার্বিক উন্নতিকল্পে তথা তাহাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ ও বিকাশের স্বার্থে দেশের কোন বিশেষ এলাকাকে "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইবে এ ধরনের একটি "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল"।

(২) সরকার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে আইনের দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করিতে পারিবে, যা ঐ অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে এবং, এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যাহাই বলা হউক না কেন, এইরূপ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে নাগরিকদের চলাফেরা, যাতায়াত ও বসতিস্থাপন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৩) দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতির জনগণের নিজস্ব প্রথাগত ভূমি ও অন্যান্য অধিকার যেমন খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষিত থাকিবে; স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতিত অন্য কাহারো নিকট জমি বিক্রয়, বন্দোবস্তি, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর কিংবা তাহাদের প্রকাশ্য সম্মতি ব্যতিত সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) এই ভাগে বর্ণিত অধিকার ক্ষুন্ন হয় এমন কোন আইন কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন আইন সংসদে উত্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের মতামত, প্রয়োজনবোধে গণভোটের মাধ্যমে, গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা বলা হউক না কেন, এই ভাগের কোন বিধান সংশোধনের (সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ) ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।"

ব্যাখ্যাঃ বাংলাদেশ বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশ। এখানে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হলেও আনুমানিক ৪৫টি সংখ্যালঘু জাতির জনগণও স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছেন। দেশে বসবাসরত সকল জাতির মধ্যে সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে তাদের স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন।

সংখ্যালঘু জাতির জনগণ যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। স্বাধীনতার পর রচিত সংবিধানে তাদের স্বাতন্ত্র্য সত্তাকে স্বীকার করা হয়নি। ফলে কোন সরকার তাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। জাতিসংঘ সনদে ছোট-বড় প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সম্প্রতি আদিবাসী সংখ্যালঘু জাতির অধিকার বিষয়ক ঘোষণা অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্বের বহু সরকার তাদের দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে ও তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাদের দেশে তাদেরই পূর্বপুরুষদের দ্বারা অতীতে আদিবাসী জাতিগুলোর ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন যুক্তরাজ্য, ইতালী, স্পেন, ফিনল্যান্ড, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, চীন ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশেও সংখ্যালঘু জাতিগুলোর অস্তিত্ব ও অধিকার মেনে নিয়ে সংবিধানে বিশেষ বিধান সংযোজন করা এখন সময়ের দাবি। দেশে সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে তোলার জন্য এ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে পশ্চাদপদ রেখে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ কখনোই এগিয়ে যেতে পারবে না। সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ওপর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা জারী রেখে দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না।

২। প্রথম ভাগে বর্তমান ৬(২) অনুচ্ছেদ বলবৎ রাখা।

ব্যাখ্যাঃ বাংলাদেশে বসবাসরত নাগরিকদের জাতিগত পরিচয় ভিন্ন হতে পারে যেমন বাঙালি, চাকমা, মারমা ইত্যাদি, কিন্তু তারা সবাই বাংলাদেশী নাগরিক।

৩। দ্বিতীয় ভাগের ১৩ অনুচ্ছেদের (গ) দফার পর "ঘ" দফা সংযোজিত করা, যাতে থাকবেঃ "যৌথ মালিকানা, অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতির প্রথাগত মালিকানা।"

ব্যাখ্যাঃ বর্তমান সংবিধানে কেবল তিন ধরনের মালিকানা স্বীকৃত। সংখ্যালঘু জাতিসমূহের যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত যৌথ মালিকানারও স্বীকৃতি প্রয়োজন। এই ধরনের মালিকানার স্বীকৃতি না থাকার কারণে সংখ্যালঘু জাতির জনগণের জমিজমা বহিরাগতদের দ্বারা প্রতিনিয়ত বেদখল হয়ে যাচ্ছে।

৪। তৃতীয় ভাগের ২৮ নং অনুচ্ছেদের দফা (৪) এ "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য" শব্দসমূহের পর নিম্নোক্ত শব্দসমূহ সংযোজন করাঃ "কিংবা সংখ্যালঘু জাতির জনগণের সার্বিক উন্নয়নকল্পে"।

ব্যাখ্যাঃ সংখ্যালঘু জাতির জনগণের স্বার্থে বিধি বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধা দূর করার জন্য এর সংযোজন প্রয়োজন।

৫। পঞ্চম ভাগে ৬৫ নং অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নিম্নরূপ "২ক" দফা সংযোজনঃ "সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ১টি আসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদীয় আসনসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতির জনগণের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।"

ব্যাখ্যাঃ জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ পাহাড়ি জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের বিধান অপরিহার্য।

৬। নবম-ক ভাগের ১৪১ক, ১৪১খ ও ১৪১গ অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া। [জরুরী অবস্থা জারীর ক্ষমতা]

ব্যাখ্যাঃ জরুরী অবস্থা জারির বিধান গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিধান থাকা উচিত নয়।

ধন্যবাদসহ।

প্রসিত বিকাশ খীসা
সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে

৬ষ্ঠ পাতার পর

জাতির অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ইউপিডিএফ কর্তৃক ৩ পৃষ্ঠার দাবি যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়েছে, এই দাবিনামা আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। এই দাবি বাস্তবায়ন হলে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসবে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় মিছিল মিটিং করা প্রয়োজন, এবং এই মিছিল মিটিংয়ে প্রতি পরিবার থেকে কমপক্ষে ১ জন উপস্থিত থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এই আমার মতামত/পরামর্শ।

১৫। বাদল কান্তি চাকমা, পেশা- কৃষি, গ্রাম-পোড়া পাড়া

খসড়া দাবির সাথে আমিও একমত।

১৬। শান্তি কুমার চাকমা, পেশা- চাকরীজীবী, গ্রাম-পোড়া পাড়া

খসড়া দাবির সাথে আমিও একমত। তবে ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সালে পাহাড়িদের জন্য যে সংবিধান তৈরি করেছে তা এর সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

১৭। জহরলাল তালুকদার, পেশা-কৃষি, গ্রাম-মুবাছড়ি

ইউপিডিএফ পার্টির খসড়া দাবিনামা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিষয় হলো বাংলাদেশের বুর্জোয়া সরকার মেনে নেবে কিনা? মেনে না নিলে কতটুকু সরকারের ভবিষ্যত ক্ষতি হবে অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। সরকার পার্টির দাবিনামা মেনে না নিলে তা হবে পাহাড়িদেরকে অবহেলিত করা। এই আমার মন্তব্য। এই দাবি আমাদের ন্যায্য দাবি।

দ্বিতীয়ত, এই খসড়া দাবিনামার সাথে পার্টি এবং জনগণ একমত। ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবিনামার জোর সমর্থন জানানো দরকার। জনগণকে আরও সচেতন করা প্রয়োজন মনে করি। সরকার দাবিনামা সংসদে পাশ না করলে সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। পার্টির নিকট এতটুকু মতামত প্রদান করলাম।

তৃতীয়ত, পার্টি এবং জনগণের উচিত বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে যাওয়া। যেন সরকারের কাছে পরাজিত হতে না হয়। গণতন্ত্রের আইনানুযায়ী আমরা আমাদের দাবিনামা পেশ করা, জুম্ম জনগণের দুঃখ যেন ভবিষ্যতে ফিরে না আসে, অস্তিত্ব যেন টিকে থাকে, আমরা যেন সংগ্রামী শুভেচ্ছা উপহার দিতে পারি বিশ্বের কাছে। এই হলো আমার পরামর্শ।

এই বিষয়ে ইউপিডিএফকে জেএসএস-এর সহযোগিতা করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি।

১৮। ললিত কান্তি চাকমা, পেশা-শিক, গ্রাম-পোড়া পাড়া

ইউপিডিএফ-এর খসড়া দাবিনামা আমি সাদরে গ্রহণ করলাম। কারণ এই দাবিনামা পূরণ হলে জুম্ম জাতির ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব হবে।

১৯। অর্জুন মনি চাকমা (জনপ্রতিনিধি) পেশা-ব্যবসা, গ্রাম- খাগড়া

পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার প্রস্তাব এবং সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউপিডিএফ কর্তৃক রচিত খসড়া দাবির উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তার পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার নিশ্চিত হবে বলে প্রত্যাশা রাখি।

২০। দীপংকর চাকমা, পেশা-চাকরী, গ্রাম-লেজা পাড়া

সংবিধান সংশোধনী কমিটির কাছে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর দাবিসমূহ অত্যন্ত ন্যায় এবং যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি।

২১। নলিনী চাকমা, পেশা-চাকরী, গ্রাম-জুনুমাছড়া, ঘাগড়া

দাবি যুক্তিযুক্ত। তাই দাবির প্রতি সমর্থন করা হল।

২২। জগদীশ চাকমা, পেশা-ব্যবসা, গ্রাম-জুনুমাছড়া, ঘাগড়া

এই দাবি সময়ের দাবি। যথাসময়ে পার্টি এই দাবি উপস্থাপন করেছে। আমি পার্টির সাথে একমত পোষণ করছি।

নান্যাচরে ঘরে ঘরে সেনা তল্লাশি, শারিরীক নির্যাতন ও বোট ছিনতাই

॥ নান্যাচর প্রতিনিধি॥

রাঙামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলাধীন বড়াদাম, খুল্যাং পাড়া এবং টিএন্ডটি এলাকায় ঘরে ঘরে সেনাবাহিনী তল্লাশি চালিয়েছে, অনেককে মারধর করেছে ও হয়রানি করেছে।

তল্লাশি ও হয়রানির শিকার হওয়া লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে গত ২৬ আগস্ট ২০১০, বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় ২টার সময় নান্যাচর জোনের সেনারা তল্লাশি অভিযান শুরু করে। স্পিডবোট যোগে নান্যাচর জোন থেকে সেনা সদস্যরা নতুন বড়াদাম ও খুল্যাং পাড়ায় উপস্থিত হয়ে ঘরে ঘরে তল্লাশি এবং লোকজনকে হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে। যাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন, ১. সাধন কুমার চাকমা (৬০), পিতা-মৃত. বামন চন্দ্র চাকমা, ২. নীলবরণ চাকমা (৩৬), পিতা- সাধন কুমার চাকমা, ৩. মঙ্গল চাঁন চাকমা (৪২), পিতা-মৃত. বামন চন্দ্র চাকমা, ৪. শশীমিত্র চাকমা (২৮) পিতা- বিমলা রঞ্জন চাকমা, ৫. জ্যোতি রঞ্জন চাকমা (৫), পিতা- ইন্দ্র বসু চাকমা এবং ৬. চারু রঞ্জন চাকমা (৪৫) পিতা- ইন্দ্র বসু চাকমা। তল্লাশির সময় সেনারা জ্যোতি রঞ্জন চাকমার বাক প্রতিবন্ধী (বোবা) ছেলে কালা চাঁন চাকমাকে কোন কারণ ছাড়াই নির্মমভাবে মারধর করে। এছাড়া সেনারা শশীমিত্র চাকমার বাড়ি থেকে একটি টর্চ লাইট চুরি করে নিয়ে যায়। সেনা সদস্যরা ঘরে থাকা মহিলাদের সাথেও দুর্ব্যবহার করে।

নতুন বড়াদামে তল্লাশির পর বিকাল প্রায় ৩টার সময় খুল্যাং পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র চাকমার (৪২) দোকান ও দয়াল চন্দ্র খীসার (২৮) বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেনারা ঈশ্বর চন্দ্র চাকমাকে ইউপিডিএফ কর্মীদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য তিন দিনের সময় বেঁধে দেয় এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করতে একটি মোবাইল নাম্বার দেয়। ঈশ্বর চন্দ্র চাকমাকে তারা এই বলে হুমকি দেয় যে, 'যদি তিন দিনের মধ্যে ইউপিডিএফ কর্মী অর্কিডকে ধরে দিতে না পার তাহলে তোমার দোকান বন্ধ করে দেয়া হবে'। সেনা সদস্যরা চলে যাওয়ার সময় খুল্যাং পাড়ার বাসিন্দা শান্তি রঞ্জন চাকমার ইঞ্জিন চালিত বোট সেনারা সন্ত্রাসী কায়দায় ছিনতাই করে নিয়ে যায়। একই সময়ে টিএন্ডটি এলাকা, ছকুড়ি বিল এবং পাতাছড়াতেও সেনারা মারমুখী অবস্থান নেয় এবং রাত প্রায় ৩টার সময় টিএন্ডটি পশুসম্পদ কর্মকর্তা জটিল কান্তি চাকমার (৫০) বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এ সময় সেনারা তাকে হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে।

শুধু ঘর-বাড়ি তল্লাশি নয়, সেনারা নান্যাচর সদরের কাছাকাছি চলাচল করা ইঞ্জিনচালিত বোটেও তল্লাশি চালায়। গত ২৭ আগস্ট সেনারা খুল্যাং পাড়ার বাসিন্দা মানিক্যধন চাকমা ও নান্যাচর রত্নাঙ্কুর বনবিহারের বোটসহ বেশ কয়েকজন পাহাড়ির বোটে তল্লাশি চালায়।

অন্যদিকে গত ২৫ আগস্ট বগাছড়ি যাওয়ার পথে নতুন বড়াদামের বাসিন্দা সন্তু চাকমার ছেলে বুমন চাকমা (১৭) কে ইসলামপুর সেনাক্যাম্পে আটক করে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। মারধরের পর সেনারা তাকে ছেড়ে দেয়।

সেনা কর্তৃক ঘরে ঘরে বেআইনী তল্লাশি, শারীরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে নান্যাচর এলাকাবাসী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এলাকাবাসীর ধারণা ইউপিডিএফকে দমন করার নামে সেনারা অহেতুক এসব অপকর্ম করছে।

উল্লেখ্য যে, গত ২৩ আগস্ট শান্তিপূর্ণ সমাবেশে যাওয়ার পথে পিসিপি নেতা বিলাস চাকমা, বাবলু চাকমা ও তাপুমনি চাকমাকে বিনা অপরাধে আটকের পর থেকে নান্যাচর জোনের সেনারা নান্যাচর এলাকায় দমন-পীড়নের অংশ হিসেবে তল্লাশি জোরদার, শারীরিক নির্যাতন ও লোকজনকে হয়রানি অব্যাহত রাখে। ইউপিডিএফ-ভুক্ত তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন সেনা তল্লাশি, শারীরিক নির্যাতন ও লোকজনকে হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে।

৩য় পাতায় দেখুন

দিঘীনালায় শহীদ ভরদ্বাজ মুনি স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সমাপ্ত

খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলায় শহীদ ভরদ্বাজ মুনি স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১০ ৬ সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রথম শহীদ ভরদ্বাজ মুনির সম্মানে প্রথম বারের মতো এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। ইউপিডিএফ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ টুর্নামেন্টের সকল খেলা তত্ত্বাবধান করে।

গত ১৬ জুলাই টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন শহীদ ভরদ্বাজ মুনির মেয়ে কৃপাবালা চাকমা। টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য রিপন চাকমা (চয়ন) কে আহ্বায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। টুর্নামেন্টে মোট ৩৭টি দল অংশগ্রহণ করে। বানছড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মোট ৮৫টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলে ১৫ জন করে মোট ৫৫৫ জন খেলোয়ার অংশগ্রহণ করে।

গত ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টের ফাইন্যাল খেলা। কামুক্যাছড়া দল ৩-০ গোলে ও বাবুছড়া কিয়াংঘাট দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করে। বাবুছড়া কিয়াংঘাট দল রানার্সআপ এবং বাঘাইছড়ি দোর সুহৃদ মেমোরিয়াল পাঠাগার দল তৃতীয় স্থান অর্জন করে। টুর্নামেন্টে শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার নির্বাচিত হন দিঘীনালা মাষ্টার পাড়া দলের পার্পল দেওয়ান। শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক নির্বাচিত হন বাঘাইছড়ি দোর সুহৃদ মেমোরিয়াল পাঠাগার দলের শৈলেন চাকমা। এছাড়া সুশৃঙ্খল দল

৩য় পাতায় দেখুন

বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন ইউপিডিএফ নেতা নতুন কমার চাকমা ও অনিমেষ চাকমা

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে কাউখালিতে পিসিপির বিক্ষোভ

গত ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালি থানা শাখার উদ্যোগে পিসিপির শিক্ষা সংক্রান্ত পাঁচ দফা দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি কাউখালি থানা শাখার আহ্বায়ক শুক্রসেন চাকমা ও সভা পরিচালনা করেন উৎপল চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ খাউখালি ইউনিটের নেতা পুলক জ্যোতি চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক প্রুচিং খোয়াই মারমা, কেন্দ্রীয় সদস্য কণ্টু চাকমা, এইচডব্লিউএফ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রিকু চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কাউখালি থানা শাখার আহ্বায়ক সৌমেন চাকমা ও এইচডব্লিউএফ কাউখালি শাখার আহ্বায়ক সাধনা চাকমা প্রমুখ।

উক্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, এদেশের জনগণ তাদের মাতৃভাষার জন্য লড়াই করার কারণে একুশে ফেব্রুয়ারী রচিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, একই দেশে অন্যান্য জাতির ভাষাগুলো এখনো অবহেলায় ও অনাদরে পড়ে রয়েছে। এই ভাষাগুলোর এখনো স্বীকৃতি নেই।

বক্তারা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাসহ পিসিপির শিক্ষা সংক্রান্ত পাঁচ দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা, অপারেশন উত্তরণ বাতিল, ভূমি বেদখল, নিপীড়ন-নির্যাতন ও ধরপাকড় বন্ধ করা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানান। খবরঃ পিসিপি কাউখালি শাখার দপ্তর সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুরী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

পিসিপি কাউখালি স্কুল কমিটি গঠিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালি স্কুল কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ২০ আগস্ট পিসিপি কাউখালি শাখার উদ্যোগে এক মিটিংএ ২১ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে সভাপতি হিসেবে উৎপল চাকমা, উনুচিং মারমাকে সহসভাপতি, পলাশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও বিভাসু তালুকদারকে অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক প্রুচিং খোয়াই মারমা। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কাউখালি উপজেলা শাখার আহ্বায়ক সৌমেন চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য কণ্টু চাকমা, পিসিপি কাউখালি উপজেলা শাখার আহ্বায়ক শুক্রসেন চাকমা ও সদস্য সচিব মিকিলিন চাকমা। দুরন্ত খীসা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিলাইছড়ি সংবাদ

কালীবাড়ি এলাকায় ৬ ছাত্র প্রহৃত

গত ৩০ জুলাই শুক্রবার রাতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিলাইছড়ি বাজারস্থ কালীবাড়ি এলাকায় একটি ছাত্র মেসে হানা দেয়। সেনারা সেখানে কারণ ছাড়াই ব্যাপক তল্লাশী চালায় ও ৬ ছাত্রকে বেদম মারধর করে। ছাত্ররা জনৈক রামধনের কাছ থেকে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে।

রাত ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সেনাদের এই তল্লাশী অভিযান চলে বলে জানা গেছে।

নির্যাতনের শিকার ছাত্ররা হলো নশীপ তঞ্চঙ্গ্যা পিতার নাম সুজিত তঞ্চঙ্গ্যা, দশম শ্রেণী, বিনয় চাকমা পিতার নাম অনিল কুমার চাকমা, সপ্তম শ্রেণী, পরম মনি তঞ্চঙ্গ্যা পিতার নাম রমেশ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, নবম শ্রেণী, তপন তঞ্চঙ্গ্যা পিতার নাম বেধুরা তঞ্চঙ্গ্যা, নবম শ্রেণী, রাজীব তঞ্চঙ্গ্যা, পিতার নাম কিরণ বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, দশম শ্রেণী ও সগন্ধী ময় তঞ্চঙ্গ্যা পিতার নাম ভগ্ন সাগর তঞ্চঙ্গ্যা, অষ্টম শ্রেণী। তাদের সবার বাড়ি ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের দৌছড়ি পাড়া।

ঘটনার পর জনগণের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

মারমা নারীকে ধর্ষণের চেষ্টাঃ বিচারে তারও বেত্রাঘাত

গত ১৫ আগস্ট রোজ রবিবার রাত আনুমানিক ১২টার সময় বিলাইছড়ি বাজারস্থ মাধুরী হোটেলে মিনু মারমাকে লাল মিঞা নামে জনৈক ব্যক্তি ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় মিনু চিৎকার দিলে লোকজন জড়ো হয় এবং তাকে উদ্ধার করে বাজার কমিটির হেফাজতে তুলে দেয়। মিনু মারমা শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে লাল মিঞার বিরুদ্ধে বিচার দাবি করেন।

তার দাবির প্রেক্ষিতে পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট সকাল ১০টায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের লোকজন কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির অফিসে বিচারে বসেন। এতে গোয়েন্দা সংস্থা এফআইইউ'র শাহজাহানও উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, বিচারের রায়ে লাল মিঞা ও মিনু মারমা প্রত্যেককে ১০ঘা বেত্রাঘাত ও লালমিঞাকে আলাদাভাবে দেড় হাজার টাকা জরিমানা ধরা হয়।

তবে এলাকার লোকজন বিচারের রায়ে মোটেই সন্তুষ্ট নন বলে জানা গেছে। তারা রায়ের নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকে এমনও মন্তব্য করে বলেন, "এটা শরীয়া আইনে বিচার করা হলো নাকি?"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন গ্রামবাসী জাতীয় বার্তাকে বলেন, "এটা কি ধরনের বিচার? যার ওপর অন্যায় করা হয়েছে তারও শাস্তি হয়।"

জানান যায়, মিনু মারমার স্বামীর নাম স্বপন বাবু মারমা। তারা বিলাইছড়িস্থ ফারুয়া বাজারের বাসিন্দা। অপরদিকে, লাল মিঞার বাড়ি আলীখ্যং, ৩ নং ফারুয়া ইউনিয়ন।

ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার, মারধরের পর শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি

গত ১৬ আগস্ট রোজ সোমবার বিকেল আনুমানিক ৪টায় দীঘলছড়ি জোনের একদল সেনা (২৭ বেঙ্গল) দীঘলছড়ি গ্রাম থেকে রুবেল চাকমা (১৬) নামে ইউপিডিএফ-এর একজন সহযোগীকে আটক করে। তার পিতার নাম শুভ লাল চাকমা, গ্রাম রাজধন ছড়া, আমতলা, বিলাইছড়ি। তিনি সাংগঠনিক কাজে সেখানে গিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে অবৈধ কোন কিছু পাওয়া যায়নি।

সেনারা তাকে বেদম মারধর করে এবং ইউপিডিএফ-এর নেতারা কোথায় থাকে, কি করে ইত্যাদি হয়রানিমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। পরে ইউপিডিএফ-এর স্থানীয় নেতাদের ধরিয়ে দেয়ার শর্তে ঐদিন রাত আনুমানিক ১২টায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।